ভূমিকা।

বাঙ্গালা কৌন্সিলের ৬ আইন অর্থাৎ চৌকীদারী ট্যাক্সের আইন বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় জেলায় প্রচারিত হইয়া গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু পঞ্চায়তের কি কি কর্ত্তব্য, কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে তাঁহারা বাধ্য, এবং কি প্রণালীতেই বা তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবেক ইত্যাদি বিষয়ক কোন পুস্তক এযাবৎ প্রচারিত না হওয়ায়, কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে না। গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৬ সালের ফৌজদারীসংক্রান্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, অনেক স্থানেই এই আইন প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই চৌকীদারেরা নিয়মিতরূপে বেতন পাইতেছে না ও সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কারণ এই যে, পঞ্চায়ৎগণ আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী অবগত নহেন। তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে বাচনিক উপদেশ গ্রহণার্থ বহু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট আসিতে হয়; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অবকাশ এত অল্প, পঞ্চায়ৎগণের সংখ্যা এত অধিক, এবং তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় এত প্রচুর যে, কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী উপদেশ লাভ সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না, যাহাও লাভ হয়, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া কার্য্য করাও অনেকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। কোন কোন জেলায় আইনের মর্ম্মগুলি নিয়মাবলীর আকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে সত্য, কিন্তু পঞ্চায়ৎদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ের আধিক্য প্রযুক্ত তাদৃশ সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহের কোন সুবিধাই হইতেছে না। আমি এই অভাব মোচনার্থে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট, সংশোধিত পাণ্ডুলিপি, গবর্ণমেণ্ট-বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কতকগুলি আইন অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিলাম; ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে চৌকীদারী আইন ও তাহার টীকা, উদাহরণ সহিত ট্যাক্স ধার্য্যের ও বাকীর ফর্দ্দ, ও সময়ে সময়ে প্রচার্য্য নীলামী এস্তাহার, নোটীস্ প্রভৃতির ফরম ও উপদেশ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পঞ্চায়ৎদিগের যে যে বহি রাখিতে হইবে, তাহার ফরম ও উপদেশ; এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে নানা আইন অনুসারে পঞ্চায়ৎ, চৌকীদার, জমিদার, গোমস্তা প্রভৃতি যে যে অপরাধ ও বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য ও যে যে অপরাধে আসামীকে ধৃত করিয়া পুলিসে চালান দিতে ক্ষমতাপন্ন, তৎসমুদয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যথাক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুবোধ্য করিবার নিমিত্ত পঞ্চায়ৎগণের কার্য্যপ্রণালী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগৃহীত ও সহজ বোধ্য করিতে

যথাসাধ্য আয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে ইহা দ্বারা সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকের, জমিদার ও তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতির ও গ্রামের প্রধান প্রধান লোকের, ফৌজদারী ও পুলিস সম্বন্ধে কি কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দায় আছে, ও তাঁহারা কি কি অপরাধ ও বিষয়ের সংবাদ পোলিসে ও মাজিষ্ট্রেটের নিকটে দিতে, ও কোন্ কোন্ স্থলে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য আছেন, ও ক্রটী করিলেই বা তাঁহাদিগের কি কি দণ্ড হইতে পারে এবং কোন্ কোন্ অপরাধেই বা তাঁহারা অপরাধীকে ধরিয়া পোলিসে সমর্পণ করিতে আইন অনুসারে ক্ষমতাপন্ন আছেন, তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিপদে পতিত হইতে হয়। আইন জানি না বলিয়া কেহ দণ্ড হইতে মুক্ত নহে, অথচ এমত কোন পুস্তক অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই যদ্দ্বারা ঐ সকল বিষয় একত্রে ও পরিষ্কাররূপে অবগত হইতে পারা যায়; অতএব নানা আইন হইতে ঐ সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া পৃথক-ভাবে ও পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। যে যে বিষয়ের সংবাদ দিলে পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে, যশোহর জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেং পেজ সাহেব ও পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মেং কিল্‌বী সাহেব এই পুস্তক প্রচারণে আমাকে উৎসাহ প্রদান করাতেই আমি ইহা সাধারণ-সমীপে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

যশোহর।
১০ই জানুয়ারি।
১৮৭৮ খৃঃ অব্দ।

শ্রীরাসবিহারী বিশ্বাস।

তৃতীয় মুদ্রাঙ্কন।

এবারের মুদ্রাঙ্কনে কোন কোন স্থান সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় বারে যে পঞ্চ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্ব্বার মুদ্রিত করা গেল। পঞ্চায়ৎগণ এই পুস্তক দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ও ইহাদ্বারা বিনা উপদেশে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। যশোহরের বিখ্যাত পোলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীরাসবিহারী বিশ্বাস।

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ।

সূচীপত্র।

পঞ্চায়ৎ

চৌকীদার

পঞ্চায়ৎ গাইড্।

পঞ্চায়তের কার্য্যের সংক্ষেপ বর্ণনা।

ঘর গণনা ও চৌকীদার নিযুক্ত।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখতী সনন্দ পাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, পঞ্চায়তের সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া, গ্রামে বা গ্রামসমাহারে কত ঘর লোক আছে, প্রথমে তাহা গণনা করিবেন। এক বাড়ীতে যদি ভিন্ন ভিন্ন লোক পৃথকান্নে বাস করে, ও তাহাদের জিনিষপত্র স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহাদিগকেও পৃথক পৃথক ঘর ধরিতে হইবে। এইরূপে ঘর গণনার ফর্দ্দ করিয়া, কত জন চৌকীদার রাখা আবশ্যক, তাহা আইনের ১১ ধারা ও তাহার টীকা দৃষ্টে স্থির করিবেন। ১৫০ ঘরে ২ জন ও তাহার উপরে প্রত্যেক ১০০ ঘরে এক এক জন রাখিতেই হইবে।

চৌকীদারের বেতন ও ট্যাক্সধার্য্য।

তদনন্তর পঞ্চায়ৎ ১২ ধারামতে চৌকীদারের বেতন স্থির করিবেন। কোন চৌকীদারের বেতন মাসে ৬৲ টাকার বেশী বা ৩৲ টাকার কম হইতে পারে না। মাসে চৌকীদারের বেতনে যত লাগিবে, তাহার উপরে শতকরা ১৫৲ টাকা অর্থাৎ টাকা প্রতি ⅟৮ গণ্ডা বেশী ধরিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে। মনে কর, কোন গ্রামে দুই জন চৌকীদারের বেতনে মাসে ১০৲ টাকা লাগে; তাহা হইলে ১০৲ টাকা ও টাকা প্রতি ⅟৮ গণ্ডা হিসাবে ১॥০ টাকা একুনে ১১॥০ টাকা ট্যাক্স মাসে মাসে সেই গ্রাম হইতে উঠাইতে হইবে। আইনের ১৩ ধারা হইতে ১৬ ধারা পর্য্যন্ত দেখিয়া, যাহার যত দিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া ঐ ১৬ ধারার টীকার লিখিত ফরমমতে ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। লোকের অবস্থা ও চৌকী দিবার উপযুক্ত সম্পত্তি অনুসারে ট্যাক্স ধরিতে হইবে ও পঞ্চায়তের নিজেরও ট্যাক্স দিতে হইবে। যে চৌকীদার যে মহল্লায় বা পাড়ায় চৌকী দেয়, সেই মহল্লা বা পাড়া হইতেই যে তাহার বেতন উঠাইতে হইবে এমত নহে। সকল চৌকীদারই গ্রামের বা গ্রামসমাহারের সাধারণ তহবীল হইতে বেতন পাইবে। পঞ্চায়ৎ

প্রয়োজনমতে তাহাদের মহল্লা কমীবেশী, বা তাহাদিগকে বদ্‌লী করিতে পারেন। ছুই বা ততোধিক গ্রাম একত্র হইয়া সমাহার হইলে, তাহা একই গ্রাম বিবেচনা করিতে হইবে। ও তাহার কাগজপত্র, হিসাব ও আদায় ইত্যাদি একত্র হইবে, এবং ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ একটীমাত্র হইবে।

ট্যাক্সধার্য্যের ফর্দ্দ জারী।

এইরূপ ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে, তাহার নকল রাখিয়া ঐ ফর্দ্দ প্রকাশ্য স্থানে, হাটে বাজারে, বা যে স্থানে সকল লোকে দেখিতে পায়, তথায় লট্‌কাইয়া দিয়া জারী করিতে হইবে। কোন গ্রামে চলিত সনের কয়েক মাস অতীত হইলে পর, যদি আইন জারী হয়, তবে আইন আমলে আসিলে পর, এক মাসের মধ্যে ট্যাক্সের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া জারী করিলে, সেই বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাস তাহা প্রবল থাকিবে। যে স্থানে পূর্ব্ব হইতে আইন জারী আছে, তথায় নূতন বৎসরের ছুই মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ১লা ফাল্গুন কি তৎপূর্ব্বে ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া এক মাস থাকিতে অর্থাৎ ১লা চৈত্র কি তৎপূর্ব্বে প্রতিবৎসরেই জারী করিতে হইবে। যদি পূর্ব্ববৎসরের শেষে অধিক টাকা তহবীলে না থাকে, ও ঘরের কমীবেশী না হয় অথবা আর কোন কারণে ট্যাক্স সংশোধন করার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎসরের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ ১৭ ধারামতে স্থির রাখিয়া তাহা পুনর্ব্বার জারী করা যাইতে পারে।

আপীল অর্থাৎ ট্যাক্সদাতাগণের আপত্তি মীমাংসা।

ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ জারী করিয়াই ১৯ ধারামতে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে এক একটী আপীলের নোটীশ জারী করিতে হইবে, অথবা একটীমাত্র নোটীশে এক মাসের প্রতি সপ্তাহের মধ্যে অন্যূন এক এক দিন, আপীল শুনিবার জন্য স্থির করিয়া দিলেও হইতে পারে। তদনন্তর ঐ নোটীশের লিখিত অবধারিত দিনে পঞ্চায়তের মধ্যে তিন কি ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া আপত্তিকারী ব্যক্তিগণের আপত্তি শুনিবেন, ও তাহাদের প্রতি অন্যায়রূপে ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে কি না, তাহা সাব্যস্ত করিবেন। প্রয়োজন হইলে ট্যাক্স সংশোধন করিয়া দিবেন। ১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনমতে ঐ সকল আপত্তি বা আপীল নিষ্পত্তির বিষয় লিখিয়া রাখা আবশ্যক; আপীলের কোন রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে, এমত কোন কথা নাই, সুতরাং ঐ কথা রোজনামার লিখিয়া রাখিলেই চলিবে। পঞ্চায়তের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন ট্যাক্সদাতা

তাঁহাদের নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ২০ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে জানাইলে তিনি ট্যাক্সের ফর্দ্দ তলব করিয়া দেখিতে পারেন ও ১০ জন কি তাহার অধিক সংখ্যক লোকে দরখাস্ত করিলে অবশ্যই তলব করিয়া দেখিবেন।

ট্যাক্স আদায়কারী।

পঞ্চায়তের সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ২২ ধারামতে আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে রসীদ দিয়া ট্যাক্স আদায় করিতে ও হিসাবাদি রাখিতে ভারার্পণ করিবেন; তিনি ভিন্ন আর কেহ রসীদ দিয়া ট্যাক্সাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহা দেখা গিয়াছে যে, এক গ্রাম বা গ্রামসমাহারের মধ্যে পঞ্চায়তের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পৃথক পৃথক পাড়ার বা গ্রামের ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন, তাহা অন্যায়।

কমিশন।

ঐ ২২ ধারামতে আদায় তহসীলের খরচ পোষাইবার জন্য পঞ্চায়তের ঐ আদায়কারী ব্যক্তি, আদায়ী টাকার মধ্য হইতে শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে কমিশন লইতে পারেন। নীলামী ইস্তাহার জারীর ঢোল সোরহতাদির নিমিত্ত যে কিছু ব্যয় হয়, তাহাও ঐ কমিশনভুক্ত, সুতরাং সেই বাবতে আর কিছু পৃথক খরচ লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে না, এবং ট্যাক্স ও জরিমানা ইত্যাদি বাবদে যাহা কিছু আদায় হয়, সমস্তই আদায়ী টাকার মধ্যে গণ্য, সুতরাং সমুদায় আদায়ী টাকার মধ্যে শতকরা ৬৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি টাকায় /০ আনার কিছু কম অর্থাৎ প্রায় ৩১৷১০ গণ্ডা হিসাবে কমিশন লওয়া যাইতে পারে।

ট্যাক্স আদায়।

এই ট্যাক্স তিন তিন মাসের কিস্তীমতে, প্রত্যেক কিস্তীর প্রথম ৭ দিনের মধ্যে আগামী আদায় হইবে, অর্থাৎ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স বৈশাখ মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে; শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স ৭ই শ্রাবণের মধ্যে; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ, এই ত্রৈমাসিকের ট্যাক্স ৭ই কার্ত্তিকের মধ্যে; মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স ৭ই মাঘের মধ্যে আগামী আদায় করিতে হইবে। ট্যাক্সদাতাগণ প্রত্যেক কিস্তীর প্রথম ৭ দিনের মধ্যে, তিন মাসের ট্যাক্স একত্রে পঞ্চায়তের টাকা আদায়কারী ব্যক্তির নিকটে দিতে বাধ্য। তাহা না দিলে পঞ্চায়ৎ আর তিন দিন অপেক্ষা করিয়া, কিস্তীর প্রথম মাসের ১১ তারিখে ২৬ ধারার টীকার লিখিত ফরমে বাকী-দারগণের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে জারী করিবেন। ও পঞ্চায়তের টাকা আদায়কারী ব্যক্তি আইনের শেষভাগের ক চিহ্নিত তফসীলের পাঠে ক্রোকী

পরওয়ানা লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলে, চৌকীদার বা অন্য যাহার নামে সেই পরওয়ানা দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি ২৮ ধারামতে সেই বাকীদারগণের মাল ক্রোক করিতে পারিবেক। যাহাতে বাকী ট্যাক্সের দ্বিগুণ আদায় হইতে পারে, এমত অল্পমূল্যের মাল পাইলে, অধিক মূল্যের মাল ক্রোক করিতে হইবে না। হালিয়া গরু প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের বা ব্যবসায়ের উপযোগী বস্তু বা হাতিয়ার ইত্যাদি ৩১ ধারা মতে ক্রোক বা নীলাম হইতে পারে না, এবং বাকীদারের দখলী জমীতে যে মাল পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্যের দখল হইতে এই আইন মতে মাল ক্রোক হইতে পারে না। ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইলেই বাকী ট্যাক্স, এবং জরিমানা বাবতে আর তত আদায় হইবে।

নীলাম।

মাল ক্রোক করিয়া উপযুক্ত হেপাজাতে রাখিয়া ২৮ ধারার টীকার লিখিত ফরমে নীলামী ইস্তাহার লিখিয়া ঢোল সোরহৎ দ্বারা জারী করিতে হইবে। ঐ ঘোষণার তারিখের পর তৃতীয়, চতুর্থ, অথবা পঞ্চম দিন নীলামের জন্য স্থির করিয়া সেই অবধারিত দিনে, প্রকাশ্য স্থানে পঞ্চায়তের দুই কি ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া নীলাম করিবেন। যে ব্যক্তি সকলের উপর ডাকিবেক, তাহার নিকটেই বিক্রয় করিতে হইবে, পঞ্চায়তের মধ্যে কেহ স্বনামে বা বিনামে কোন দ্রব্য খরিদ করিবেন না। নীলামী মূল্য হইতে পাওনা ট্যাক্স ও দণ্ডের বাবদে আর তত লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা মালীককে ফিরাইয়া দিবেন। সে ফেরত না লওয়া পর্য্যন্ত রোজনামায় লিখিয়া জমাখরচে আমানৎ জমা দিয়া রাখিবেন। মালের কতকাংশ বিক্রয় করিয়া, যদি পাওনা ট্যাক্সের দ্বিগুণ আদায় হয়, তবে অবশিষ্ট মাল বিক্রয় না করিয়া, ফেরত দিবেন। ও নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে, ট্যাক্স ও দণ্ড দাখিল করিলে মাল খালাস দেওয়া যাইবে। মাল কিম্বা টাকা যাহা কিছু ফেরত দেওয়া যায়, তাহার রসীদ রাখা আবশ্যক। যদি নীলামের পূর্ব্বে কোন বাকীদার উপস্থিত হইয়া, ট্যাক্স অন্যায় ধরা হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করে, তাহা হইলে ৫ দিনের জন্য তাহার মাল নীলাম করিতে স্থগিদ রাখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম আনিতে বলিয়া দিতে হইবে।

চৌকীদারকে বেতন দেওয়া।

৪৩ ধারামতে পঞ্চায়তের মধ্যে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি প্রত্যেক মাস অতীত হইলে, তাহার পর মাসের প্রথমেই চৌকীদারকে তাহার গত মাসের পূরা বেতন একত্রে দিয়া রসীদ লইবেন। পর মাসের ১৫ দিনের মধ্যে বেতন না পাইলে

চৌকীদার পঞ্চায়তের নামে নালীস করিতে পারিবে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৪৪ ধারা মতে পঞ্চায়ৎকে ১০ দিনের মধ্যে কৈফিয়ত দিতে আদেশ করিবেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগের লিখিত একখানি ফার্ধতীফর্দ্দ প্রত্যেক চৌকীদারের নিকট থাকিবে, ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি মাসে মাসে চৌকীদারকে বেতন দিয়া সেই ফর্দ্দে লিখিয়া দিবেন; থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তাহা প্রতিমাসে দেখিয়া বেতন বাকী পড়িলে রিপোর্ট করিবেন।

পঞ্চায়তের নিকট হইতে চৌকীদারের বেতন আদায়।

পঞ্চায়ৎ উপযুক্ত তদ্‌বির না করাতে চৌকীদারী তহবিলে, টাকার অকুলান হইলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব পঞ্চায়তের অস্থাবর মাল ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা, চৌকীদারের বেতন আদায় করিতে পরওয়ানা দিবেন ও পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির কি সকলের মাল ক্রোক ও বিক্রয় হইয়া, সেই পরওয়ানা জারীর খরচা সমেত আদায় হইবে; কিন্তু সেই বৎসরের শেষে যদি তহবীলে ফাজীল থাকে, তবে পঞ্চায়তের নিকটে আদায় হওয়া বা তাহাদের দাখীলি টাকা ঐ ফাজীল হইতে লওয়া যাইতে পারে। (৪৫। ৪৬ ধারা দেখ)

ট্যাক্‌স্ আদায়ের সময়।

সাধারণতঃ যে কিস্তীর টাকা সেই কিস্তীর মধ্যেই আদায় করিতে হইবে; ট্যাক্স দিবার তারিখ হইতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে, আর তাহা মাল ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারিবে না, কিন্তু কেহ সহজে দিলে তাহা লওয়ার বাধা নাই। (৩৩ ধারা ও তাহার টীকা দেখ)

চৌকীদারী তহবীল

২৩, ৪২ ধারামতে গ্রামের বা গ্রামসমাহারের ট্যাক্স ইত্যাদির সমুদায় টাকা এক তহবীলে জমা থাকিবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে পৃথকপৃথকভাবে থাকিতে পারিবে না। ঐ টাকা পঞ্চায়ৎ নিজে ভাঙ্গিলে তহবীল তছরূপের অপরাধী হইয়া, কঠিন দণ্ড হইতে পারে। এবং চৌকীদারকে বেতন না দিয়া মিথ্যা খরচ লিখিলে বা রসীদ জাল করিলে আরো গুরুতর অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে পারে।

চৌকীদার বহাল বরখাস্ত ইত্যাদি।

চৌকীদারী খালি হইলে পঞ্চায়ৎ ৩৬ ধারার টীকার লিখিতপাঠে সনদ দিয়া, চৌকীদার বহাল করিয়া রেজষ্টরী হওয়ার জন্যে থানায় পাঠাইবেন, কিন্তু একা এক কোন চৌকীদার বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। (৩৫। ৩৬ ধারা দেখ) যদি চৌকীদার কর্ম্মে আলস্য অথবা কোন দোষ কি ক্রটী করে, তবে তাহার জওয়াব লইয়া রিপোর্ট দিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৭ ধারামতে তাহাকে বরখাস্ত অথবা ৩৮ ধারামতে তাহার জরিমানা করিতে পারেন।

থানায় সংবাদ ইত্যাদি।

পঞ্চায়ৎ ও চৌকীদার যে যে বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য ও যে যে স্থলে অপরাধীকে ধরিয়া পোলীসে দিতে ক্ষমতাপন্ন, তাহা ৩৯। ৪০। ৪১ ধারা ও তাহার টীকায় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

চাকরাণ ভূমি।

গ্রামে বা গ্রামসমাহারে ১ ধারার ৪ প্রকরণমতে চাকরাণ ভূমি থাকিলে আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে ঐ ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী জমীর খাজানার গড় ধরিয়া বাৎসরিক খাজানা স্থির করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক ঐ ভূমির বৎসরের ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে। বৎসরের প্রথম দিবসে ঐ ভূমি সম্বন্ধীয় সমুদায় বৎসরের ট্যাক্স একবারে আগামী আদায় হইবে। ঐ ভূমির ট্যাক্স বাকী পড়িলে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি (ঘ) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সংবাদ দিলে তিনি ঐ জমী বিক্রয় করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া দিবেন। (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ।)

বহি ও হিসাব।

পঞ্চায়তের যে যে বহি ও হিসাবাদি রাখিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদাহরণ সহ লেখা গেল।

হিসাব ইত্যাদি পরিদর্শন।

২০। ৪৭ ধারামতে, জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ট্যাক্সের ফন্দ তলব করিয়া দেখিতে পারেন। এবং পঞ্চায়তের সমুদায় কার্য্যের বিষয়, তাঁহারা তত্ত্বাবধারণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন ১৮৭৭ সালের ফৌজদারী রিপোর্ট সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণে পোলীসের প্রধান কর্ম্মচারীগণের প্রতি ও পঞ্চায়তের কার্য্য ও বহি ইত্যাদি দৃষ্টি করিবার আদেশ হইয়াছে। অতএব তাহারা বহি আদি তলব করিলে পঞ্চায়ৎ তাহা দেখাইবেন।

পঞ্চায়ৎ গাইড্ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট ।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ ।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭০ সালের জুন মাসের ১৬ তারিখে এবং মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখে বেঙ্গল কৌন্সেলের এই আইন অনুমোদন অর্থাৎ মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৮৭০ সালের ৬ আইন।

গ্রাম্য চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করণের ও তাহাদের ভরণপোষণের বিধান করণার্থ আইন ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করণের ও তাহাদের ভরণপোষণের বিধান করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল। — হেতুবাদ।

১ ধারা। এই ধারাতে নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে, এই আইনের অর্থ করণে পূর্ব্বাপর কথার ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে তাহার সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে। যথা,— — অর্থের ধারা।

কোন জিলার অপরাধঘটিত বিষয়ে প্রধান যে কর্তৃপক্ষের কার্য্য সম্পাদনাধিকার থাকে, তাঁহার পদের যে খ্যাতিই হউক, "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে তাঁহাকেই বুঝাইবে।

"জিলার মাজিষ্ট্রেট।"

গ্রাম যে জিলার অন্তর্গত থাকে, সেই জিলার কোন শাখাখণ্ডে (অর্থাৎ মহকুমায়) কিম্বা কোন অংশে যে কার্য্যকারক মাজিষ্ট্রেটের সকল কি কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া অপরাধ ঘটিত বিষয়ে অব্যবহিতরূপে কার্য্য সম্পাদনাধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহার পদের যে খ্যাতিই হউক, "মাজিষ্ট্রেট" শব্দে তাঁহাকেই বুঝাইবে।

"মাজিষ্ট্রেট।"

কোন কার্য্যকারক গ্রামে চৌকী দিতে ও পোলিসে অপরাধের রিপোর্ট করিতে আবদ্ধ হইলে তাহার ভরণপোষণার্থে যে ভূমি মেয়াদি বন্দোবস্ত ভিন্ন প্রকারান্তরে সমর্পণ করা যায় এবং এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে সেই কার্য্যকারক সেই ভূমির উপলক্ষে জমীদারের নিকট চাকরী করিবার দায়ী হইলে "চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি।"

গবর্ণমেণ্ট অব্যবহিতরূপে রাজস্বদায়ী মহলের সাধারণ রেজিষ্টরী বহীতে তদ্রূপ রাজস্বদায়ী ভূম্যধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, অথবা নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরী বহীতে নিষ্কর ভূমির অধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, "জমীদার" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ইতি।

"জমীদার।"

যে ধারা রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইন যে সকল গ্রামের প্রতি বর্ত্তে, তৎসম্পর্কে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারা এতৎক্রমে রহিত করা গেল ইতি।

আইনজারী ও পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত।

এই আইন প্রচলিত ও পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবার নিয়ম।

৩ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জিলার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন, তদন্তর্গত যে গ্রামে বাইট ঘরের অধিক থাকে, তিনি আপনার স্বাক্ষরযুক্ত ও মোহরাঙ্কিত সনদ দিয়া সেই গ্রামে

তিনের অন্যূন ও পাঁচের অনধিক ব্যক্তিকে পঞ্চায়ৎ স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৫০ সালের ২৬ আইনের ও ১৮৫৬ সালের ২০ আইনের বিধান এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ও ১৮৬৮ সালের ৬ আইনের বিধান যে যে গ্রামে প্রচলিত করা গেল, সেই সেই গ্রামে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবেন না। আরো মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতাতে কর্ম্মকারী কোন কার্য্যকারক গ্রামবাসী সমুদয় কিম্বা কোন কোন লোকের সঙ্গে স্বয়ং কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাদিগকে পঞ্চায়তের সাধারণ কর্ম্ম বুঝাইয়া না দিলে ঐ গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবেন না ইতি।

টীকা—নগর ও মিউনিসিপালিটীতে ও কোন কোন সহরে এই ধারার উল্লেখিত আইনমতে চৌকীদার প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে স্থানে উহার কোন আইন প্রচলিত আছে, তথায় এই গ্রাম্য চৌকীদারী আইন জারী হইবে না।

গ্রাম সমাহার করিবার ক্ষমতার কথা।

৪ ধারা। দুই কি তদধিক গ্রামে আশী ঘরের অন্যূন থাকিলে, এবং এক গ্রামের কোন ঘর উক্ত অন্য অন্য গ্রামের কোন ঘর হইতে এক মাইলের অধিক নয়, ঐ ঐ গ্রাম পরস্পর এমন নিকট থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই সকল গ্রাম লইয়া সমাহার করিতে পারিবেন ও এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ গ্রামসমাহার একই গ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে ইতি।

টীকা—কোন এক গ্রামে ৬০ ঘর থাকিলে এই আইন জারী হইতে পারে, কিন্তু সমাহার হইলে তাহাতে অন্যূন ৮০ ঘর থাকা আবশ্যক।

এক মাইলের পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ অর্থাৎ ৩৫২০ হাত, সুতরাং অর্দ্ধক্রোশের মধ্যে যে গ্রাম থাকে, তাহা ভিন্ন অধিকদূরস্থিত গ্রাম একত্র সমাহার হইতে পারে না। গ্রামসমাহারকে একই গ্রাম বিবেচনা করিয়া তাহার বহি ও হিসাব ইত্যাদি একত্রে রাখিতে হইবে ও ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় প্রভৃতি সকল কার্য্যই একত্রে হইবে, এক

জন টাকা আদায়কারী ও একটী মাত্র তহবীল হইবে ও সেই তহবীল হইতে সমাহারের প্রত্যেক চৌকীদার মাসে মাসে বেতন পাইবে। (১৬, ২২ ও ৪৪ ধারা ও টীকা দেখ।)

গ্রাম্যলোকের প্রার্থনামতে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। কোন এক গ্রামনিবাসী কিম্বা ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে পরস্পর সন্নিহিত দুই কি ততধিক গ্রামনিবাসী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের অধিকাংশ লোক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই গ্রামে কি সেই সেই গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবার দরখাস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, তিনি সেই গ্রামের অন্তর্গত ঘরের সংখ্যা বিবেচনা না করিয়া এই আইনমতে সেই গ্রামে কি সেই সেই গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সেই পঞ্চায়তের ও সেই গ্রামের কি সেই সেই গ্রামের প্রতি এই আইনের সমস্ত বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

টীকা—ঘরের সংখ্যা কম থাকা প্রযুক্ত যে যে গ্রামে ৩ ও ৪ ধারা মতে এই আইন জারী হইতে পারে না, সেই সেই গ্রামের, অথবা অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম একত্র হইয়া তথাকার অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে যদি এই আইন জারী হওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে, তবে অল্প ঘর থাকিলেও মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথায় এই আইন জারী করিয়া পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারেন; নতুবা সেই সকল ক্ষুদ্র গ্রামে সাবেক আইন মতে কার্য্য চলিবে। ১৮৭১ সালের ১ আইনের ১ ধারায় বিধান হইয়াছে যে, কোন গ্রামে যতকাল এই আইনের বিধান মতে চৌকীদার নিযুক্ত না হয়, তদবধি ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারা তথায় রহিত হইবে না।

পঞ্চায়তের পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তি বহাল হওয়ার কথা।

৬ ধারা। পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা তাঁহার পঞ্চায়িতী রহিত হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার স্বাক্ষরযুক্ত ও মোহরাঙ্কিত সনদ দ্বারা ঐ মৃত কি রহিতকর্ম্মা ব্যক্তির স্থানে কি পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে ঐ পঞ্চায়তে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

টীকা—পঞ্চায়তের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে, অথবা অন্য কোন কারণে পঞ্চায়তের মধ্যে কোন ব্যক্তির কার্য্য খালি হইলে, সে বিষয় পঞ্চায়তের অন্যান্য ব্যক্তিগণের রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য।

৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন গ্রামনিবাসী কিম্বা তদন্তর্গত ভূমির অধিকারী কি ভোগী না হইলে, কিম্বা তদ্রূপ ব্যক্তির তৎস্থানীয় গোমস্তা না হইলে তিনি এই আইনমতে সেই গ্রামের পঞ্চায়তের পদে নিযুক্ত হইবেন না। কিন্তু ঐ ভূম্যধিকারী কিম্বা তৎস্থানের গোমস্তা ঐ গ্রামের কোন স্থান হইতে এক মাইলের মধ্যে বাস না করিলে তিনিও সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন না ইতি।

কোন্ কোন্ লোক পঞ্চায়তের কর্ম্মে বহাল হইবে তাহার কথা।

টীকা—পঞ্চায়তের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অন্তর্গত না হন, অথবা যদি স্থানান্তরে অর্থাৎ গ্রাম হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের বাহিরে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হন, তবে তিনি কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনায় মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারেন। যথা—কোন জমীদারের গোমস্তা পঞ্চায়তের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই জমীদারী হস্তান্তর হওয়াতে অথবা জমীদার কোন কারণ বশত তাঁহাকে বরখাস্ত বা স্থানান্তর করাতে তিনি ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, সুতরাং তাদৃশ বিশেষ কোন কারণ থাকিলে দরখাস্ত করিয়া অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পঞ্চায়তের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সেই পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ পদের কর্ম্ম করিতে ক্রটী করিলে ও নিযুক্ত হইবার কিম্বা কর্ম্ম না করিবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে তাঁহার স্বীকার না করণের কিম্বা ক্রটী করণের যথেষ্ট কারণ না জানাইলে, তাঁহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। সেই অর্থদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না। কিন্তু এই ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি অর্থদণ্ড দিলে তাঁহার সেই পঞ্চায়তের পদ তৎকালেই রহিত হইবে এবং ঐ অর্থদণ্ড দেওনের তারিখ অবধি দুই বৎসর গত না হইলে তিনি পুনরায় পঞ্চায়তের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না ইতি।

পঞ্চায়তের কর্ম্ম করিতে ক্রটী বা অস্বীকার করিবার দণ্ডের কথা।

টীকা—পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি কার্য্যে আলস্য বা ক্রটী করিলে

কিম্বা কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিলে, পঞ্চায়তের অন্যান্য ব্যক্তিগণ সে বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে জানাইবেন। যে হেতু কার্য্য উপযুক্তমতে না হইলে তজ্জন্য সকলেই দায়ী।

২ বৎসর পঞ্চায়তের কর্ম্ম করিয়া অবসর লইতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। কোন ব্যক্তি দুই বৎসর কোন পঞ্চায়তের কর্ম্ম করিলে পর অবসর হইতে পারিবেন, ও তাঁহার অবসর হওনের তারিখ অবধি দুই বৎসর গত না হইলে তিনি স্বীয় সম্মতি ভিন্ন ঐ পঞ্চায়তের পদে নিযুক্ত হইবেন না ইতি।

টীকা—দুই বৎসর কার্য্য করিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইয়া অবসর লওয়া যাইতে পারে; বিনা হুকুমে কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

পঞ্চায়তের কোন লোককে অবসর করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় স্বাক্ষরিত অনুজ্ঞাপত্রের দ্বারা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তিকে অবসর করিতে কিম্বা কর্ম্ম হইতে ছাড়াইতে পারিবেন ইতি।

পঞ্চায়তের কার্য্যারম্ভ।

কত জন চৌকীদারকে নিযুক্ত করিতে হইবে ইহা পঞ্চায়তের নিরূপণ করিবার কথা।

১১ ধারা। কোন্ গ্রামে কত জন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে, পঞ্চায়ৎ ইহা নিরূপণ করিবেন। কিন্তু যে গ্রামে দেড়শত ঘর থাকে, তথায় ন্যূনকল্পে দুই জন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে ও দেড়শতের ঊর্দ্ধ পূরা এক এক শত ঘরের নিমিত্তে আর এক একজন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে ইতি।

টীকা—১৫০ ঘরের কম থাকিলে ন্যূনকল্পে ১জন, ১৫০ ঘরে ২জন, ও তাহার উপর প্রতি ১০০ ঘরে একজন চৌকীদার রাখিতেই হইবে; তদপেক্ষা চৌকীদার কমাইতে পঞ্চায়তের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু গ্রামের লোকের অবস্থা ভাল হইলে, অথবা বাজার ইত্যাদি স্থান যথায় ধনী লোকের বাস, তথায় চৌকীদার বাড়াইতে পারেন।

চৌকীদারদের বেতন পঞ্চায়তের নির্দ্ধার্য্য করিবার কথা।

১২ ধারা। চৌকীদারেরা নিযুক্ত হইলে মাসে কত বেতন পাইবে, পঞ্চায়ৎ এই কথা সময়ে সময়ে নিরূপণ করিবেন। কিন্তু মাসে তিন টাকার কম ও ছয় টাকার অধিক হইবে না ইতি।

টীকা—উপরের দুই ধারার বিধান মানিয়া গ্রামে বা সমাহারে কত জন চৌকীদার থাকিবে ও তাহারা কে কত বেতন পাইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করার ভার কেবল পঞ্চায়তের প্রতিই আছে। (সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট দেখ।)

পঞ্চায়ৎ চৌকীদার বাহাল করিয়া সনদ দিবেন ও থানায় তাহার নাম রেজেষ্ট্রি হওয়ার নিমিত্তে ৭ দিনের মধ্যে ঐ সনদসহ তাহাকে থানায় পাঠাইবেন। থানার কর্ম্মচারী ঐ সনদ দৃষ্টে তাহার নাম রেজেষ্ট্রি ভুক্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। (৩৬ ধারা দেখ) কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিনা হুকুমে পঞ্চায়ৎ স্বয়ং কোন চৌকীদার বরখাস্ত করিতে পারেন না। (৩৫ ধারা)

১৩ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চায়ৎ ঐ গ্রামের বার্ষিক ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া চৌকীদারের বেতনের টাকা তুলিবেন, এবং সেই টাকা আদায় করিবার খরচের নিমিত্তে, ও কোন কোন লোক ট্যাক্স না দিলে যে ক্ষতি হইতে পারে, সেই ক্ষতি-শোধের নিমিত্তে তাঁহারা ঐ টাকার উপর শতকরা ১৫৲ টাকা ধরিবেন ইতি।

ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া বেতন তুলিবার কথা।

টীকা—মাসে চৌকীদারের বেতনে যত লাগে, তাহার উপরে শত-করা ১৫৲ টাকা অর্থাৎ টাকা প্রতি ৵৮ (দুই আনা আট গণ্ডা) বেশী ধরিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে। মনে কর, কোন গ্রামে ৩ জন চৌকীদারের বেতনে মাসে ১৫৲ টাকা লাগে, তাহা হইলে ঐ ১৫৲ টাকা ও টাকা প্রতি ৵৮ গণ্ডা হিসাবে ২।০ টাকা একুনে ১৭।০ টাকা ট্যাক্স প্রতি মাসে উঠাইতে হইবে। ১৬ ধারা মতে যে ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার মাসিক ট্যাক্সের ঠিকের সঙ্গে এই মাসিক ট্যাক্স মিলিবে। ইহা ১২ দিয়া গুণ করিলেই বৎসরের ট্যাক্স স্থির হয়।

সম্বৎসর যত টাকা আদায় হয়, তাহা হইতে আদায়ের খরচ বাবতে ২২ ধারা মতে শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে কমিশন কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাকী টাকা হইতে চৌকীদারের বেতন শোধ হইয়া বৎসরের শেষে যাহা তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ২৪ ধারা মতে পর বৎসরের হিসাবে জমা দিতে হইবে। যদি অধিক

উদ্বৃত্ত থাকে, তবে ঐ উদ্বৃত্ত বাদে বাকীটাকা পরবৎসর ট্যাক্স করিয়া তুলিতে হইবে। মনে কর, পূর্ব্ববৎসরের শেষে উপরোক্ত গ্রামে ৯৲ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল, ঐ ৯৲ টাকা ১২ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি মাসে ৸৹ আনা পড়ে, অতএব ঐ গ্রামের মাসিক ট্যাক্স ১৭।৹ টাকা হইতে ঐ ৸৹ আনা বাদ দিয়া বক্রী ১৬৷৷৹ টাকা ট্যাক্স সেই বৎসর মাসে মাসে তুলিতে হইবে। তদনুসারে ট্যাক্সের ফর্দ্দও সংশোধন করিয়া জারী করিতে হইবে।

যাহাদের ট্যাক্স দিতে হইবে তাহাদের কথা।

১৪ ধারা। কোন গ্রামে যাঁহারা গৃহস্বামী কি গৃহবাসী হন, তাঁহারা ও সেই গ্রামে যে জমীদারের খাজানা আদায়ের কাছারী থাকে, তিনি এই আইনের কার্য্যের নির্মিত্তে ট্যাক্স দিবার যোগ্য হইবেন ইতি।

টীকা—পঞ্চায়ৎ গ্রামবাসী হইলে তাঁহাদের নিজেও ট্যাক্স দিতে হইবে। সিলেক্ট কমিটী পঞ্চায়ৎকে অব্যাহতি দিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে ৭ ধারা প্রকটন করেন, কিন্তু তাহা মঞ্জুর হয় নাই।

যে প্রকারে ও যত টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইবে তাহার কথা।

১৫ ধারা। কোন গ্রামে এই আইনের কার্য্যের নিমিত্তে যে ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে, ট্যাক্স দিবার যোগ্যব্যক্তিদের সঙ্গতি ও তাঁহাদের রক্ষণীয় সম্পত্তি অনুসারে তাহা নিরূপণ হইবে। কিন্তু মাসে কোন ব্যক্তির এক টাকার অধিক ধার্য্য হইবে না। পঞ্চায়তের বিবেচনায় যে ব্যক্তিরা গরিবপ্রযুক্ত মাসে অর্দ্ধ আনা দিতে না পারে, তাহারা এই আইনমতে ট্যাক্স দান হইতে একেবারে মুক্ত হইবে ইতি।

যে সময়ে ও যেরূপে ট্যাক্স ধার্য্য হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। পঞ্চায়ৎ গ্রামের চলিত সনের প্রথম দিবসের পূর্ণ দুই মাস পূর্ব্বে ঐ কর দিবার যোগ্য ব্যক্তিদের কর নিরূপণ করিয়া ফর্দ্দে লিখিয়া দিবেন। যাঁহারা কর দিবার যোগ্য, তাঁহাদের প্রত্যেক জনের নাম ও ব্যবসা কি বাণিজ্য কি অন্য বর্ণনা ও মাসে মাসে কত করিয়া দিতে হইবে, এই সকল কথা ঐ ফর্দ্দে লেখা যাইবে। উক্ত দুই মাস অবসান হইবার ন্যূনকল্পে পঞ্চদশ দিন থাকিতে পঞ্চায়ৎ ঐ গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ ফর্দ্দ প্রচার করাইবেন ইতি।

টীকা—মাসে কোন ব্যক্তির ১৲ টাকার অধিক অথবা ৴১০ দুই পয়সার কম ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না।

উদাহরণ।

১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ।

গৃহস্বামীর নাম।	ব্যবসা।	মাসে যত ট্যাক্স ধার্য্য হইল।	কৈঃ।
১ নং রজনীকান্ত দে	তেজারতী	৷৵০	
২ নং মথুর পাড়ুই	মৎস্য ধরা	৵০	
৩ নং গোকুল মণ্ডল	কৃষিকার্য্য	৵৫	
৪ নং শ্রীদাম মণ্ডল	মজুরী	৴১০	
৫ নং অমৃত বেওয়া	ভিক্ষা	০	দুঃখী বলিয়া মুক্ত।

পঞ্চায়তের মধ্যে রামকানাই ধরকে রসীদ দিয়া ট্যাক্স আদায় করিতে ও হিসাবাদি রাখিতে নিযুক্ত করা গেল।

{ এই স্থলে পঞ্চায়তের সমুদয় ব্যক্তি দস্তখৎ করিবেন। }

১৮৭৭ সালের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনের ১ প্রকরণ মতে এইরূপে ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হইবে। এক বাড়ীতে যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকে পৃথকান্নে থাকে ও তাহাদিগের জিনিষপত্র স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহাদিগের পৃথক ট্যাক্স হইবে। প্রত্যেক ঘরের গৃহস্বামীর নাম উক্ত ফরমের প্রথম ঘরে উঠাইয়া যাহার যে ব্যবসা, তাহা দ্বিতীয় ঘরে লিখিবে, পরে যাহারা দরিদ্রপ্রযুক্ত ট্যাক্স দিতে অক্ষম, তাহাদের নামে শূন্য দিয়া শেষ ঘরে "দুঃখী বলিয়া মুক্ত" এই কথা লিখিয়া রাখা উচিত; বাকী লোকের অবস্থা ও চৌকী দিবার উপযুক্ত সম্পত্তি বিবেচনায় ট্যাক্স ধরিতে হইবে।

কোন গ্রামসমাহারের ট্যাক্সের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হইলে এক গ্রামের সমুদায় লোকের নাম লিখিয়া সমাপ্ত করিয়া তাহার নীচে অন্য গ্রাম আরম্ভ করা উচিত, বস্তুত সমাহারের একই কাগজপত্র হইবে ও সমুদায় কার্য্য একত্রে হইবে, ট্যাক্স ধার্য্য করার সময় সমাহারকে একই গ্রাম বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের সঙ্গতি ও চৌকী দিবার উপযুক্ত সম্পত্তি বিবেচনায় ট্যাক্স কমি বেশী করিয়া ধরিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যে গ্রাম বা পাড়ায় যে চৌকীদার চৌকী দেয়, তাহার বেতন সেই গ্রাম বা পাড়া হইতেই যে উঠিবে এমত নহে। (৪। ২২ ধারা দেখ)

যে বৎসরের ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে, তাহার পূরা ২ মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ১লা ফাল্গুন তারিখের অগ্রেই এই ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে

হইবে। ও ন্যূনকল্পে বৎসরের ১৫ দিন থাকিতে, তাহা গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করিতে হইবে, কিন্তু বৎসরের এক মাস থাকিতে অর্থাৎ ১লা চৈত্র কি তৎপূর্ব্বে জারী করাই সুবিধা, যেহেতু ১৯ ধারার বিধানমতে ঐ জারীর তারিখের পর হইতে ১মাসের মধ্যে ঐ ট্যাক্স সংশোধন জন্য পঞ্চায়তের নিকটেই আপীল হইতে পারিবে।

যদি কোন গ্রামে বৎসরের কয়েক মাস অতীত হইলে এই আইন নূতন জারী হয়, তবে ১মাসের মধ্যে ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া জারী করিলে ঐ বৎসরের বাকী কয়েক মাস তাহা প্রবল থাকিবে। (১৮৭১ সালের ১ আইনের ২ ধারা)

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ট্যাক্স প্রবল রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন বৎসরে পঞ্চায়ৎ নূতন ট্যাক্স ধার্য্য না করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের অবধারিত ট্যাক্স সংশোধন করিতে কিম্বা প্রবল রাখিতে পারিবেন। ও সংশোধিত কিম্বা প্রবল রাখা সেই ট্যাক্সের ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

টীকা—যদি ঘরের কমী বেশী না হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কোন লোক গ্রাম হইতে উঠিয়া না গিয়া থাকে, অথবা নূতন পত্তন না হইয়া থাকে; যদি চৌকীদার কমাইতে বা বাড়াইতে না হয়; যদি চৌকীদারের বেতন কমি বেশী না করিতে হয়; যদি গত বৎসরের শেষে তহবীলে জেয়াদা টাকা উদ্বৃত্ত না থাকে ও যদি কোন কোন লোকের সঙ্গতি বা চৌকী দিবার সম্পত্তির পরিবর্ত্তন হওয়া প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে সাবেক ট্যাক্সের কমিবেশী করার প্রয়োজন না থাকে; তাহা হইলে পূর্ব্ব বৎসরের ট্যাক্সধার্য্যের ফর্দ্দ স্থির রাখা যাইতে পারে, নতুবা সাবেক ফর্দ্দ সংশোধন অথবা নূতন ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হইবে; কিন্তু সাবেক ফর্দ্দ বাহাল থাকুক কি না থাকুক, প্রতি বৎসরের চৈত্র মাসের প্রথমে আগামী বৎসরের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রচার করিতেই হইবে।

নির্দ্ধারিত ট্যাক্স যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

১৮ ধারা। অবধারিত ট্যাক্সের যে ফর্দ্দ উক্ত প্রকারে প্রস্তুত কি সংশোধিত করা যায়, কি প্রবল রাখা যায়, তাহা প্রকাশ হইবার তারিখের পর গ্রামের চলিত সনের যে নূতন বৎসর হয়, তাহার প্রথম দিবসাবধি এক বৎসর প্রবল থাকিবে। ও এই আইনের বিধানমতে যত কাল ট্যাক্সের অন্য ফর্দ্দ

উচিতমতে প্রস্তুত ও সংশোধিত হইয়া না চলে ও প্রবল না করা যায়, তত কাল প্রবল থাকিবে ইতি।

টীকা—ঐ ফর্দ্দ প্রচার হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পঞ্চায়ৎ ১৯ ধারানুসারে আপীল মতে ট্যাক্স সংশোধন করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে পঞ্চায়ৎ ইচ্ছানুসারে ট্যাক্স কমাইতে কি বাড়াইতে পারেন না, কিন্তু পুনরায় নূতন বৎসরের কর ধার্য্য করার সময় অবস্থানুসারে কমি বেশী করিতে পারেন।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তির যত ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে, তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে ঐ ট্যাক্সের ফর্দ্দ প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে মুখে কিম্বা লিখিয়া পঞ্চায়তের নিকটে ঐ ট্যাক্সের ফর্দ্দ সংশোধন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। পঞ্চায়ৎ সেই নির্দ্ধারিত কর দৃঢ় রাখিতে কিম্বা সংশোধন করিতে পারিবেন ইতি।

নির্দ্ধারিত ট্যাক্স সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

টীকা—ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রচার করার পরে এক মাসের প্রতি সপ্তাহে অন্যূন এক দিন আপীল শুনিবার নিমিত্ত অবধারিত করিয়া পূর্ব্বেই নোটীশ দিতে হইবে, যে সময়ে যে স্থানে আপীল শুনা যাইবে, তাহা ঐ নোটীশে লেখা থাকিবে। পঞ্চায়তের মধ্যে তিন কি ততোধিক ব্যক্তির একত্রে বসিয়া আপীল শুনিতে হইবে, ও আপীল নিষ্পত্তি করিয়া যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। (১৮৭৭ সালের ১৭ ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।)

উদাহরণ।

নোটীশ।

আগামী ৫ ই চৈত্র তারিখে গ্রামের দিননাথ দের বাড়ীতে আপীল শুনিবার নিমিত্ত বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পঞ্চায়তের বৈঠক হইবে, আগামী ১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ যাহা প্রচার করা হইয়াছে, তৎপ্রতি যদি কোন লোকের আপত্তি থাকে, তিনি পঞ্চায়তের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহার আপত্তির মীমাংসা করা যাইবেক ইতি ১২৮৪। ১লা চৈত্র। (পঞ্চায়তের দস্তখৎ)

সেই ট্যাক্সের পত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পুনর্দৃষ্টি করিবার কথা।

২০ ধারা। পঞ্চায়ৎ ট্যাক্সের ফর্দ্দ সংশোধন সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার আছে বলিয়া কেহ আপীল করিতে পারিবেন না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন গ্রামের নির্দ্ধারিত ট্যাক্সের সাধারণ ফর্দ্দ আনাইতে পারিবেন, এবং গ্রামের ঐ ট্যাক্স দায়ী দশ জনের প্রার্থনা হইলে অবশ্য আনাইবেন, ও তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন ইতি।

টীকা—১০ কি ততোধিক ব্যক্তি কোন সময়ে পঞ্চায়তের ধার্য্য করের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে দরখাস্ত করিলে তিনি ট্যাক্সের ফর্দ্দ আনাইয়া দৃষ্টি করিতে বাধ্য আছেন, কিন্তু ১০ জনের কম সংখ্যক লোকে দরখাস্ত করিলে ঐ ফর্দ্দ তলব করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

ট্যাক্স তিন তিন মাসে আগাম দিবার কথা।

২১ ধারা। এই আইনমতে যে ট্যাক্স দিতে হইবে, তিন তিন মাসে তাহা সমান কিস্তীতে দেওয়া যাইবে। তিন মাসের কিস্তী ঐ ত্রৈমাসিকের প্রথম দিনে দেনা পড়িবে ইতি।

টীকা—বাঙ্গালা কৌন্সিলের ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৫ ধারা দ্বারা "মাস" শব্দের পরিবর্ত্তে "তিন মাস" শব্দ বসান গিয়াছে, তাহাতেই তিন তিন মাসের ৪ কিস্তীতে ট্যাক্স আদায় হইবে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স বৈশাখ মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে আগামী আদায় হইবে। ও শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স শ্রাবণ মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স কার্ত্তিক মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই তিন মাসের কিস্তীর ট্যাক্স মাঘ মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে আগামী আদায় হইবে। কিন্তু চৌকীদারেরা মাসে মাসে বেতন পাইবে অর্থাৎ এক মাস গত হইলেই পর গত মাসের বেতন পাইবে। (৪৩।৪৪ ধারা দেখ)

ট্যাক্স আদায় করিবার খরচের কথা।

২২ ধারা। পঞ্চায়ৎ উক্ত ট্যাক্স গ্রহণ ও আদায় করিবার ও তাহার রসীদ দিবার ও হিসাব রাখিবার জন্য আপনাদের এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ টাকা আদায় করিতে যে খরচ লাগে, তাহা পোষাইবার জন্যে পঞ্চায়ৎ তদ্রূপ

নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার আদায় করা ঐ টাকা হইতে শতকরা ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

টীকা—যে ব্যক্তি ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি পঞ্চায়তের সমুদয় কার্য্যসম্পর্কীয় কাগজপত্র, হিসাব ও সকল লিপি রাখিবেন ও তজ্জন্য দায়ী হইবেন। (১৮৭৭ সালের ১৭ ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনের ৪ প্রকরণ)

১৩ ধারামতে চৌকীদারের বেতনের উপর শতকরা ১৫ টাকা বেশী করিয়া আদায় করা যাইবে বটে, কিন্তু পঞ্চায়তের টাকা আদায় কারী ব্যক্তি কমিশন অর্থাৎ আদায় তহসীলের খরচ বাবতে ৬৲ টাকার বেশী লইতে পারিবে না। তাহা হইলে প্রতি টাকায় প্রায় ১৯।০ গণ্ডা অর্থাৎ এক আনার কিছু কম পড়ে; ট্যাক্স দাতাগণের ক্রটীপ্রযুক্ত দণ্ডের বাবতে যাহা আদায় হয়, তাহাও আদায়ী টাকা গণ্য, সুতরাং যত টাকা আদায় হয়, তাহার মধ্যে ঐ হিসাবে কমিশন লওয়া যাইতে পারে। উদ্বৃত্ত টাকা পরের বৎসরের হিসাবে জমা পড়িবে। পঞ্চায়তের সমুদায় ব্যক্তি বসিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনমাত্রকে হিসাবাদি রাখিতে ও টাকা আদায় করিতে নিযুক্ত করিবেন। তিনি ভিন্ন আর কেহ রসীদ দিয়া টাকা লইতে পারিবে না। ইহা দেখা গিয়াছে যে, এক গ্রামসমাহারের পৃথক পৃথক গ্রামে বা চৌকীদারের মহল্লায় পৃথক পৃথক ব্যক্তি টাকা আদায় করেন, তাহা আইনসঙ্গত নহে; কিন্তু চৌকীদারের বেতন বাকী পড়িলে ৪৫ ধারামতে যখন পঞ্চায়তের সকল ব্যক্তিরই মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা আদায় হইতে পারে, তখন পঞ্চায়তের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাবৎ কার্য্যেই কর আদায়কারীর সাহায্য করিতে পারেন, ও তিনি উপযুক্তমতে কার্য্য করেন কি না, ও হিসাবাদি রাখেন কি না, তাহা দেখিতে পারেন।

চৌকীদারী ফণ্ড নিরূপণের কথা।

২৩ ধারা। এই আইনমতে কোন প্রকারে যত টাকা আদায় করা যায় তাহা এবং অন্য যে টাকা এই আইনের কার্য্যে প্রয়োগ হইতে পারে সেই সকল টাকা লইয়া ঐ গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ড নামক তহবীল করা যাইবে ইতি।

টীকা—পঞ্চায়তের হস্তে যে তহবীল থাকে, তাহাকেই চৌকীদারী ফণ্ড বলে। নিয়ম মতে ট্যাক্স না দেওয়াতে ২৭ ধারামতে বাকী-দারের নিকটে যে জরিমানা আদায় হয়, ৩৮ ধারামতে চৌকীদারের

যে অর্থ দণ্ড হয় ও ৮ ধারা মতে পঞ্চায়তের যে জরিমানা হয়, তাহা এই তহবীলে জমা পড়িবে। (৩৮ ও ৪২ ধারা দেখ)

উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২৪ ধারা। কোন বৎসরের শেষে ঐ ফণ্ডে কিছু টাকা বাঁচিলে তাহা তৎপশ্চাৎ বৎসরের চৌকীদারী ফণ্ডের হিসাবে জমা হইবে, ও সেই বৎসর ট্যাক্স দ্বারা যে টাকা তুলিতে হইবে, তাহা তত টাকা পর্য্যন্ত ন্যুন ধরা যাইতে পারিবে ইতি।

১৩ ধারার টীকা দেখ।

কিস্তির টাকা সাত দিনের মধ্যে দিবার কথা।

২৫ ধারা। এই আইনমতে নির্দ্ধারিত ট্যাক্স যে ব্যক্তির দিতে হইবে, তাঁহার ঐ ট্যাক্সের কিস্তী দেনা হইবার দিনাবধি সাত দিনের মধ্যে তিনি পঞ্চায়ৎ দ্বারা ঐ কিস্তী লইবার নিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ কিস্তীর টাকা দিবেন, কিম্বা তাঁহার গ্রহণার্থে উপস্থিত করিবেন ইতি।

টীকা—পঞ্চায়তের যে ব্যক্তির প্রতি রসীদ দিয়া ট্যাক্স গ্রহণ করিবার ভার থাকে, তিনি না চাহিলেও তিন তিন মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে তাঁহার নিকট গিয়া ট্যাক্স দিয়া রসীদ লইতে হইবে।

আদায়কারী পঞ্চায়ৎ ট্যাক্সদাতার সাক্ষাতে ১ নং বহিতে ঐ ট্যাক্স জমা করিয়া রসীদ দিবেন।

২১ ধারার টীকা ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১ নং রেজেষ্টরীর উদাহরণ ও টীকা দেখ।

বাকীদারদের নামের নির্ঘণ্ট করিবার কথা।

২৬ ধারা। এই আইনের বিধান যে যে গ্রামের প্রতি বর্ত্তে, সেই সেই গ্রামের কোন ব্যক্তি কোন ত্রৈমাসিকের কিস্তী না দিলে ঐ ত্রৈমাসিকের দশম দিন গত হইলেই পঞ্চায়ৎ সেই ব্যক্তিদের নাম ও যাঁহার স্থানে ঐ মাসের যত পাওনা থাকে, তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ করিবেন ইতি।

টীকা—১৮৭১ সালের ১ আইনের ৫ ধারা দৃষ্টি কর। তদ্দ্বারা মাস শব্দের পরিবর্ত্তে " তিন মাস " এই শব্দ বসান গিয়াছে।

নিম্নলিখিত উদাহরণমতে বাকীর ফর্দ্দ ১১ই বৈশাখ, ১১ই শ্রাবণ, ১১ই কার্ত্তিক ও ১১ই মাঘ তারিখে প্রস্তুত করিয়া তাহা সদর স্থানে, লট্‌কাইয়া দিতে হইবে। কিস্তীর ১০ তারিখের মধ্যে যাহারা ট্যাক্স

দেয় নাই, কেবল তাহাদের নাম ঐ ফর্দ্দে উঠিবে। এই ফর্দ্দ প্রচার করিলেও যদি ট্যাক্স বাকী থাকে, তবে মালক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইবে।

উদাহরণ।

গোপালপুর গ্রামের চৌকীদারী ট্যাক্স বাকীর ফর্দ্দ।

সন ১২৮৫ সাল ১১ই বৈশাখ।

বাকীদারগণের নাম।	যে যে মাসের ট্যাক্স বাকী	মোট বাকী ট্যাক্স
রজনীকান্ত দে	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সন ১২৮৫ সাল	২।০
অক্ষয় পাড়ুই	ঐ	৶০
শ্রীদাম মণ্ডল	ঐ	⁄১০

২৸১০

পঞ্চায়তের দস্তখৎ।

২৭ ধারা। তাহা হইলে পর, পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন, তিনি (ক) তফসীলের পাঠে লিপি দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া চৌকীদারকে কিম্বা ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে এই অনুমতি দিবেন যে, যাহার যত বাকী থাকে, তাহার তত মূল্যের এবং দণ্ডস্বরূপ আর ততই মূল্যের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করে ইতি।

ট্যাক্সের নিমিত্তে ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

টীকা—ট্যাক্স আদায়কারী পঞ্চায়ৎ এই আইনের শেষভাগের (ক) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে মাল ক্রোকের পরওয়ানা লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলে সেই পরওয়ানামতে মাল ক্রোক হইবে; বিনা পরওয়ানায় মাল ক্রোক করা আইনসঙ্গত নহে।

চৌকীদার ভিন্ন অন্য লোককেও মাল ক্রোক করিবার এই পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে।

গ্রামের সমুদয় বাকীদারের নামে মাল ক্রোকের এক পরওয়ানা হইতে পারে, তাহাতে ঐ পরওয়ানার নীচে বাকীদারগণের নাম, প্রত্যেকের নিকটে যে তারিখ হইতে যত পাওনা, তাহা ও আর তত

দণ্ড লেখা থাকিবে। মাল ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইলেই ট্যাক্সের ডবল অর্থাৎ দ্বিগুণ দিতে হইবে।

মাল ক্রোক বিক্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু করা যায়, পঞ্চায়ৎ তাহার তাবৎ বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন। (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন) ঐ সকল কথা 'রোজনামায় লিখিয়া রাখিলেই হইতে পারে।

পঞ্চায়ৎ যদিও বেতনভোগী নহেন, তথাপি দণ্ডবিধি আইনের ২১ ধারার বিধানমতে তাঁহারা এবং চৌকীদারেরা রাজকীয় কার্য্যকারক মধ্যে পরিগণিত। কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মাল ক্রোক হইতে না দিলে ও তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রমাণ হইলে ১৮৩ ধারামতে তাহার ছয় মাস ফাটক অথবা হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে। এবং কর্ত্তব্য কার্য্য করণ সময়ে পঞ্চায়ৎ বা চৌকীদারের প্রতি বল প্রকাশ বা মারপীট করিলে ৩৫৩ ধারামতে ২ বৎসর ফাটক অথবা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে।

ট্যাক্স ও জরিমানা বাবতে যত পাওনা হয়, সেই মেকদারের মাল পাওয়া গেলে অধিক মূল্যের মাল ক্রোক করা অন্যায় এবং বাকীদারের দখলী জমীতে যে মাল পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্যের দখল হইতে মাল ক্রোক হইতে পারেনা। (৩২ ধারা দেখ) ত্রুটি বা অনিয়ম কার্য্য প্রযুক্ত ক্রোক অসিদ্ধ হয় না, কিন্তু খেশারতের বাবত নালিশ হইতে পারে। (৩৪ ধারা ও তাহার টীকা দেখ)।

পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার নিয়মের কথা।

২৮ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ঐ অনুমতি দেওয়া যায়, সে উক্ত প্রত্যেক বাকীদারের যত অস্থাবর দ্রব্যে ঐ ট্যাক্স প্রভৃতি শোধ করিতে কুলাইবে বোধ করে, তত দ্রব্য ক্রোক করিবে, ও ক্রোক করা সেই অস্থাবর দ্রব্যের ফর্দ্দ লিখিয়া সেই সময়ে ঢেঁড়রা দিয়া ঐ দ্রব্য বিক্রয় হইবার সময়ের ও স্থানের সম্বাদ দিবে। ঘোষণা করিবার দিন অবধি দুই দিনের অন্যূন ও পাঁচ দিনের অনধিক ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবার দিন নিরূপণ করিবে ইতি।

টীকা—নিম্নলিখিত উদাহরণমতে নীলামী ইস্তাহার দেওয়া যাইতে পারে। ও তাহা ঢোল সোরহৎ দিয়া প্রচার করিতে হইবে।

ঘোষণা করিবার দুই দিন পরে ও ৫ দিনের মধ্যে নীলামের দিন ফেলাইতে হইবে।

যে সকল স্থানে অনেক লোক সচরাচর জমা হয়, সেই স্থানই নীলামের জন্য স্থির করিতে হইবে।

উদাহরণ।

নীলামী ইস্তাহার ১২৮৫ সাল তাঃ ১৪ই বৈশাখ।

বাকীদারের নাম।	পাওনা।		যে বস্তু ক্রোক হইয়াছে তাহার ফর্দ্দ।	যে তারিখে যে স্থানে নীলাম হইবে।
	ট্যাক্স	দণ্ড		
রজনীকান্ত দে	২।০	২।০	পীতলের কলসী ১টা /৬ সের বকনা বাছুর ১টা	গ্রামের হরি দত্তের বাড়ীতে ১৫ বৈশাখ ১২৮৫। বেলা দেড় প্রহরের সময়।

২৯ ধারা। **ঘোষণাক্রমে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, কোন বাকীদার সেই সময়ের মধ্যে আপনার দেনা টাকা এবং দণ্ডস্বরূপ আর তত টাকা না দিলে ঐ ক্রোক করা দ্রব্য কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক, তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে নীলাম করা যাইবে। নীলামে প্রাপ্ত সেই টাকা হইতে ঐ কর ও দণ্ড লওয়া যাইবে। উদ্বৃত্ত থাকিলে ঐ দ্রব্য ক্রোক হওন-সময়ে যাহার অধিকারে ছিল, তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।**

পরওয়ানামতে বিক্রয় করিবার কথা।

টীকা—নীলামের সময়ে ২ জন বা ততোধিক পঞ্চায়তের সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতে হইবে। (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন)

নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীদার, পাওনা ট্যাক্স আর তত জরিমানা দিলে তাহার মাল খালাস দিবেন। নীলামের সময় যদি ক্রোকী মালের কতকাংশ বিক্রয় করিলে পাওনা ট্যাক্স ও জরিমানা আদায় হয়, তবে বক্রী মাল নীলাম না করিয়া ফেরত দিবেন। নীলামী মূল্য হইতে পাওনা ট্যাক্স ও আর তত জরিমানা লইয়া, বক্রী ফেরত দিতে হইবে, কিন্তু বাকীদার যদি কোন কারণে তাহা না লয়, তবে জমাখরচে জমা দিয়া আমানত রাখিতে হইবে।

তদ্রূপে আদায় করিবার আপত্তির কথা।

৩০ ধারা। বাকীদারদের কোন কর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম ধরা গিয়াছে, তাঁহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ কর্দ্দের লিখিত টাকার কি তাহার এক অংশের দায়ী নই বলিয়া আপত্তি করিলে তিনি মুখে কিম্বা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার সেই আপত্তির অনুসন্ধান লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

টীকা—নীলামের পূর্ব্বে বাকীদার পঞ্চায়তের নিকটে উপস্থিত হইয়া অনুচিত ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি করিলে নীলাম ৫ দিনের নিমিত্ত ক্ষান্ত রাখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে হুকুম আনিতে বলিয়া দিতে হইবে। (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনের ৭ম প্রকরণ)

ক্রোক করা দ্রব্য রাখিবার কথা।

৩১ ধারা। ২৭ ধারার বিধানমতে যে দ্রব্য ক্রোক করা যায়, তাহা চৌকীদারের, কিম্বা পঞ্চায়ৎ অন্য যে ব্যক্তিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাঁহার জিম্মায় থাকিবে ইতি।

ট্যাক্সের নিমিত্তে যে প্রকারের দ্রব্য ক্রোক হইতে পারে তাহার কথা।

৩২ ধারা। বাকীদারের দখলী কোন ঘরে কি ভূমিতে হালিয়া গোরু ও ব্যবসায়ের কি কৃষিকার্য্যের হাতিয়ার ও যন্ত্র-ভিন্ন যে মাল ও দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই দ্রব্য জ্ঞান হইবে ও বাকী আদায়ের নিমিত্তে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে। ক্রোক করা মাল ও দ্রব্য বাকীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্রব্য থাকা প্রযুক্ত ঐ ক্রোক করণ দ্বারা সেই ব্যক্তির হানি হইলে কিম্বা দ্রব্য ক্রোক কি নীলাম না হইবার জন্যে তিনি টাকা কি পয়সা দিলে বাকীদার সেই হানিপূরণের কিম্বা সেই টাকার দায়ী হইবেন ইতি।

টীকা—বাকীদারের জমীতে বা ঘরে যে মাল পাওয়া যায়, তাহা অন্যের হইলেও ঐ বাকীদারের দ্রব্য জ্ঞানে নীলাম ও ক্রোক হইতে পারে। যদি ঐ দ্রব্য অন্য লোকের হয়, তবে তাহার হানি হইলে অথবা সে নিজে টাকা দিয়া খালাস করিয়া লইলে তজ্জন্য ঐ বাকী-দারের নামে নালিশ করিয়া খেশারত লইতে পারে।

৩৩ ধারা। এই আইনমত ট্যাক্‌স দেনা হইবার দিনাবধি এক বৎসর গত হইলে পর ক্রোক করণ দ্বারা আদায় হইতে পারিবে না ইতি।

এক বৎসরের পর ক্রোক না হইবার কথা।

টীকা—ট্যাক্স দেনা হইবার তারিখ হইতে এক বৎসর অতীত হইলে সেই ট্যাক্স আর মাল ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইতে পারে না। যথা——১২৮৫ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এই কিস্তীর ট্যাক্স ১লা কার্ত্তিক তারিখে দেনা হয়; ১২৮৬ সালের ১লা কার্ত্তিক গত হইলে,আর ঐ ৩ মাসের ট্যাক্সের জন্য মাল ক্রোক হয় না, কিন্তু এক বৎসর পরেও যদি কেহ সহজে ট্যাক্স দেয়, তাহা লওয়ার কোন বাধা নাই। সাধারণতঃ যে কিস্তীর ট্যাক্স, সেই কিস্তীর মধ্যেই আদায় করিতে হইবে।

৩৪ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, তৎসম্পর্কীয় কোন ফর্দ্দে কি নিরূপিত ট্যাক্‌সের পত্রে কি জ্ঞাপন পত্রে কি আহ্বানপত্রে কি ক্ষমতাপত্রে কি লিপিতে কি দ্রব্যনির্ঘণ্টপত্রে কি অন্য কার্য্যে কোন ত্রুটি কিম্বা রীতির বৈষম্য প্রকাশ হইলেও, ঐ ক্রোক অবৈধ জ্ঞান হইবে না, ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে, সেও অনধিকারপ্রবেষ্টা জ্ঞান হইবে না ও পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির কৃত কোন কার্য্যে রীতির বৈষম্য হইলে সে প্রথমাবধি অনধিকারপ্রবেষ্টা জ্ঞান হইবে না, কিন্তু সেই বৈষম্য দ্বারা কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হইলে, তিনি এই আইনের ৬৩ ধারার বিধানমতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে কোন বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিশোধ পাইতে পারিবেন ইতি।

রীতির বৈষম্য হেতুক ক্রোক ব্যর্থ না হইবার কথা।

টীকা—পঞ্চায়তের নামে কোন ক্ষতিপূরণের নালীশ করিতে হইলে, নালীশের এক মাস পূর্ব্বে তাহার নোটীশ জারী করিতে হইবে। ও ঘটনার ৩ মাস পরে নালীশ হইতে পারে না, এবং যে ক্ষতি হইয়া থাকে, পঞ্চায়ৎ রফা করিয়া তাহা দিতে প্রস্তাব করিলে তাহা গ্রহণ না করিয়া নালীশ করিলে বাদী কিছুই পাইতে পারিবে না। (৬৩ ধারা দেখ)

চৌকীদারকে নিযুক্ত ও অবসর করিবার কথা।

৩৫ ধারা। এই আইনমতে যাহারা চৌকীদার হইবে, পঞ্চায়ৎ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া সময়ে সময়ে উক্ত অন্যতর চৌকীদারকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইতে পারিবেন ইতি।

টীকা—পঞ্চায়ৎ একায়েক কোন চৌকীদারকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন না, বরখাস্ত করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবর হুকুম আবশ্যক।

চৌকীদার কার্য্যে ত্রুটী করিলে, অথবা অন্য কোন অপরাধ করিলে, পঞ্চায়ৎ তাহার জওয়াব লইয়া রিপোর্ট করিবেন। (৩৮ ধারা দেখ)

চৌকীদারদের নিয়োগ পোলিসে রেজেষ্ট্রী হইবার কথা।

৩৬ ধারা। চৌকীদার নিযুক্ত হইলে, পঞ্চায়ৎ তাহার নিযুক্ত হওয়ার ও সে যে হারে বেতন পাইবে, এই কথার সংশিতপত্র তাহাকে দিবেন। সেই পত্রে তাঁহাদের স্বাক্ষর থাকিবে। তাহার গ্রাম যে থানার সীমার মধ্যে থাকে, চৌকীদার নিযুক্ত হইবার পর সাত দিনের মধ্যে সেই থানায় ঐ সংশিতপত্র দেখাইবে। ও সেই থানায় চৌকীদারদের নাম রেজিষ্টরী করিয়া রাখিবার যে বহী থাকে, ঐ থানার অধ্যক্ষ সেই বহীতে ঐ সংশিতপত্রের কথা লেখাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন ইতি।

টীকা—কয়েদখালাসী কি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে চৌকীদারী কার্য্যে বহাল করা উচিত নহে। থানায় যে চৌকীদারী রেজেষ্টরী আছে, তাহার ঘর সকল পূরণ করিতে নিম্নলিখিত সংবাদ আবশ্যক; অতএব এই পাঠে সংশিতপত্র অর্থাৎ সনন্দ দেওয়া যাইতে পারে। যথা;—

শ্রীঅমুক, পিতার নাম অমুক জানিবা

বয়স এত বৎসর সাং

অমুক গ্রামের অমুক চৌকীদারের অমুক তারিখে মৃত্যু হওয়ায় (অথবা বরখাস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে তারিখের হুকুমমতে বরখাস্ত হয় তাহা) তোমাকে মাসিক এত টাকা বেতনে তাহার জায়গায় চৌকীদারী কার্য্যে বহাল করিলাম ইতি সন ১২ সাল তারিখ

(এই স্থানে ১২ ধারার টীকা দৃষ্ট কর)

৩৭ ধারা। চৌকীদার অহিতাচার করিলে কিম্বা কর্ম্মে আলস্য করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিহিত বিবেচনায় তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইতে পারিবেন ইতি।

চৌকীদারদিগকে অবসর করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

৩৮ ধারা। চৌকীদার আপনার পদে ইচ্ছাপূর্ব্বক অহিতাচার করিলে কিম্বা কর্ম্মে আলস্য করিলে কিন্তু তাহার সেই অহিতাচার কি আলস্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থানুসারে অপরাধ না হইলে, এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইবার মত গুরুতর অপরাধ না হইলে, ঐ চৌকীদারের অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু এক মাসের বেতনের অধিক দণ্ড হইবে না। ইতি।

চৌকীদারদের অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতার কথা।

টীকা—এই ধারামতে কোন চৌকীদারের নামে রিপোর্ট হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক মাসের বেতন পর্য্যন্ত জরিমানার হুকুম দিতে পারেন। চৌকীদারের নামে রিপোর্ট করিলে তাহার মাসিক বেতন কত, তাহা ঐ রিপোর্টে লিখিয়া দেওয়া উচিত।

ঐ রিপোর্টের সঙ্গে চৌকীদারের জওয়াব লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য।

পঞ্চায়ৎ কোন রিপোর্ট ইত্যাদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে চাহিলে তাহা চৌকীদার মার্ফতে থানায় পাঠাইতে পারেন, ও থানার পোলীস তাহা চালান করিবেন। (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন)।

এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব চৌকীদারের জরিমানা করিলে, সেই টাকা গ্রামের চৌকীদারী তহবীলে জমা পড়িবে। (২৩ ও ৪২ ধারা দেখ) ঐ জরিমানা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দেওয়া গেলে, তাহা পঞ্চায়তের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। ও পঞ্চায়ৎ তাহা লইয়া জমাখরচে জমা দিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব জরিমানা করিয়া যদি চৌকীদারের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়ার হুকুম পঞ্চায়তের নিকটে পাঠান, তাহা হইলে ঐ টাকা চৌকীদারের বেতন হইতে খরচ লিখিয়া জমা দিতে হইবে।

৩৯ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যে চৌকীদার নিযুক্ত হয়, তাহার কর্ত্তব্য এই এই—

চৌকীদারদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১। যে গ্রামের চৌকীদার, সেই গ্রামে কোন ব্যক্তির অপঘাত কি সন্দিগ্ধ কি অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে, এবং এই আইনের (খ) তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করা গেলে, ঐ গ্রাম পোলীসের যে থানার অন্তর্গত থাকে, চৌকীদার সেই থানায় তৎক্ষণাৎ সম্বাদ দিবে, এবং কোন বিবাদহেতুক হঙ্গামা কি ভারি দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পোলীসকে সেই কথাও জানাইয়া রাখিবে।

২য়। প্রসিদ্ধ সকল অপরাধীকে, এবং কোন ব্যক্তিকে এই আইনের ১ম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে ধৃত করিবে।

৩য়। গ্রামের কুচরিত্র সকল লোকের আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়া ঐ গ্রাম পোলীসের যে থানার সীমার অন্তর্গত থাকে, সময়ে সময়ে সেই থানায় তাহাদের গতিবিধির সন্ধান জানাইবে।

৪র্থ। সন্দিগ্ধচরিত্র কোন লোক গ্রামের নিকট আইলে ঐ পোলীস থানার অধ্যক্ষকে সংবাদ দিবে।

৫ম। ঐ থানা গ্রাম হইতে দুই মাইলের মধ্যে থাকিলে, চৌকীদার সপ্তাহে দুইবার থানায় উপস্থিত হইবে। দুই মাইলের অধিক দূর হইলে সপ্তাহে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আজ্ঞা করিলে দুই সপ্তাহে একবার যাইবে।

৬ষ্ঠ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা পোলীসের কোন কর্ম্মকারক গ্রামের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে জানাইবে।

৭ম। গ্রামে চৌকী দিবার বিষয়ে এবং চৌকীদার স্বরূপ আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পর্কীয় অন্য অন্য বিষয়ে পঞ্চায়ৎ যে আজ্ঞা দেন, তাহা করিবে ইতি।

টীকা—১৮৭১ সালের ১আইনের ৬ ধারা মতে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অন্য যে কার্য্যকারক স্থানীয় কোন সন্ধান জানিবার কার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি গ্রামের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তাঁহাকেও জানাইতে হইবে।

(খ) চিহ্নিত তফসীলে এই সকল মোকদ্দমা আছে, তাহা ঘটনা হইলে চৌকীদার তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য।

খুন, অপরাধযুক্ত নরহত্যা, বলাৎকার, ডাকাইতী, দস্যুতা, চুরি, ঘরজ্বালানী, সিঁধচুরি অর্থাৎ দোষভাবে পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ, টাকা পয়সা কৃত্রিম করা, গুরুতর পীড়া অর্থাৎ কারী জখম, হঙ্গামা, এবং ঐ সকল অপরাধ করার উদ্যোগ, উপক্রম ও সহায়তা।

ঐ সকল অপরাধ কেহ চৌকীদারের সাক্ষাতে করিলে আসামীকে ধরিতে বাধ্য আছে।

এতদ্ভিন্ন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৯০ ধারা মতে আরো কতকগুলি মোকদ্দমা ও অন্যান্য বিষয় থানায় সংবাদ করিতে প্রত্যেক চৌকীদার বাধ্য আছে, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১, ২, ৩ নং তালিকায় লেখা গেল।

চৌকীদার যে সকল সংবাদ দিতে বাধ্য আছে, তাহা সে দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটী করিলে দণ্ডবিধির ১৭৬ ধারা মতে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত ফাটক অথবা হাজার টাকা অবধি জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে। এবং সত্য বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দিলে ১৭৭ ধারা মতে তাহার দুই বৎসর ফাটক বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারে।

গ্রামে যত লোকের মৃত্যু হয়, ও যত লোক জন্মে, চৌকীদারেরা তাহার সংবাদ দিবে; কোন লোকের মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্তির নাম, তাহার পিতার নাম, বয়স, কি পীড়ায় তাহার মৃত্যু হইল এবং মৃত্যুর তারিখ জানাইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন গ্রামে কোন হিংস্রক জন্তু (যথা ব্যাঘ্র, নেকড়িয়া ব্যাঘ্র, সর্প, ইত্যাদি) কর্ত্তৃক কোন গৃহপালিত পশু হত্যা হইলে, কিম্বা কেহ কোন হিংস্রক জন্তু মারিলে তাহারও খবর দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে থানায় রেজেষ্ট্রী রাখা হয়, সুতরাং চৌকীদার এই ধারার ৬ প্রকরণমতে সংবাদ দিতে বাধ্য থাকায় ক্রটী করিলে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইতে পারে অথবা বিষয়বিশেষে এই আইনের ৩৮ ধারামতে তাহার জরিমানা বা ৩৭ ধারামতে সে বরখাস্ত হইতে পারে।

কোন কোন জেলায় এই সকল সংবাদ এবং বদমাএসের গমনাগমনের বিষয় লিখিয়া আনিবার নিমিত্ত প্রত্যেক চৌকীদারের নিকটে নোটবহি থাকে, গ্রামের মাতব্বর লোকে ঐ সকল সংবাদ প্রতি সপ্তাহে

লিখিয়া দিয়া থাকেন, এই প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে কোন ভ্রম বা ক্রটী হওয়ার সম্ভব নাই, বদমাএস গমনাগমনের নোটবহি লেখার নিয়মাবলী এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া গেল। চৌকীদার তাহার নোটবহি থানায় লইয়া গেলে থানার কর্ম্মচারী তাহার প্রত্যেক সংবাদ রেজেষ্ট্রীতে উঠাইয়া ঐ রেজেষ্ট্রীর তরতীব নম্বর চৌকীদারের নোটবহির প্রত্যেক সংবাদে তুলিয়া দিয়া থাকেন, তাহাতে অনায়াসে জানা যায় যে, ঐ সংবাদ থানায় হইয়াছে।

চৌকীদারেরা ধৃত করিলে যাহা করিবে তাহার কথা।

৪০ ধারা। চৌকীদার কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে গ্রাম যে থানার অধিকারে থাকে, পোলীসের সেই থানায় তাহাকে একেবারে লইয়া যাইবে। কিন্তু রাত্রিকালে ধৃত করিলে প্রাতঃকালে সুবিধামতে ত্বরায় তাহাকে লইয়া যাইবে ইতি।

চৌকীদারের উপর পঞ্চায়তের কর্ত্তৃত্বের কথা।

৪১ ধারা। চৌকীদারদের উপর পঞ্চায়তের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। এবং পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে এই আইনের (খ) তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ হইবার কথা জানিলে কি তাহার সন্ধান পাইলে গ্রাম যে থানার অধিকারে থাকে, সেই থানার অধ্যক্ষের নিকট তৎক্ষণাৎ চৌকীদারের দ্বারা সেই কথার রিপোর্ট করাইবেন। চৌকীদার তাহা না করিলে পঞ্চায়তের ঐ ব্যক্তি আপনি ঐ কর্ম্মকারকের নিকটে রিপোর্ট করিবেন ইতি।

টীকা—এই ধারামতে (খ) চিহ্নিত তফসীলের লিখিত প্রত্যেক মোকদ্দমার সংবাদ চৌকীদারের দ্বারা থানায় দেওয়াইতে অথবা নিজে দিতে প্রত্যেক পঞ্চায়ৎ বাধ্য আছেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহারা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৮৯ ধারামতে তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১ নং তালিকার সমুদয় মোকদ্দমার এবং গ্রামের প্রধান লোক স্বরূপে ২ ও ৩ তালিকার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার ও বিষয়ের খবর পোলীসে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দিতে বাধ্য। তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটী করিলে দণ্ডবিধির ১৭৬ ধারামতে ৬ মাস ফাটক অথবা হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে, এবং সত্য বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দিলে দণ্ডবিধির ১৭৭ ধারামতে ২ বৎসর ফাটক অথবা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে। মিথ্যা সংবাদ দেওয়াইলেও ঐরূপ দণ্ড হইবে।

কার্য্যবিধি আইনের ১০৫ ধারামতে যে অপরাধের নিমিত্ত সাধারণ লোকে আসামীকে ধরিতে পারে, সেই সকল অপরাধ কেহ পঞ্চায়ৎ বা চৌকীদারের সাক্ষাতে করিলে তাহারাও ধরিয়া পোলীসে দিতে পারিবে, তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২ নং তালিকায় সেই সকল অপরাধের বিবরণ দেওয়া গেল।

৪২ ধারা। এই আইনমতে অর্থদণ্ডের ও দণ্ডের যে টাকা আদায় করা যায়, তাহা গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডের খাতায় জমা হইবে ও ঐ ফণ্ডের অংশ বলিয়া ব্যয় হইবে।

অর্থদণ্ডের টাকা চৌকীদারীফণ্ডে জমা করিবার কথা।

২৩ ধারা ও তাহার টীকা দৃষ্টি কর।

৪৩ ধারা। পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি ট্যাক্স আদায় করিতে নিযুক্ত হন, তাঁহার স্থানে চৌকীদার মাসে মাসে পূর্ণ বেতন পাইবে।

চৌকীদারের বেতন দিবার নিয়মের কথা।

টীকা—প্রত্যেক চৌকীদার প্রতি বৎসর এক একখানি ফারখতি ফর্দ্দ রাখিবে; পঞ্চায়ৎ যখন তাহাকে বেতন বাবতে যত টাকা দেন, তাহা উহাতে লিখিয়া দিবেন। থানার সব্ ইনেস্পেক্টর মাসের মধ্যে একবার অথবা চৌকীদারেরা যখন হাজিরা দিতে যায়, তখন তিনি ঐ ফর্দ্দ দেখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও ঐ ফর্দ্দে যাহা লেখা থাকে, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, ও চৌকীদার বেতন না পাইয়া থাকিলে, সেই বিষয় রিপোর্ট করিবেন। (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগে ফার্খতি ফর্দ্দের আদর্শ ও তাহার নিয়মাবলী দেখ।

৪৪ ধারা। কোন চৌকীদারের এক মাসের পূর্ণ বেতন তৎপশ্চাৎ মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত না দেওয়া গেলে, সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে। তাহা হইলে, কি কারণে ঐ চৌকীদারের পাওনা দেওয়া হয় না, মাজিষ্ট্রেট সাহেব পঞ্চায়তকে দশ দিনের মধ্যে ইহা জানাইবার আজ্ঞা দিবেন ইতি।

চৌকীদারের বেতন পাইবার দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হওয়ার কথা।

টীকা—এক মাস গত হইলে, তাহার পর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে চৌকীদারকে তাহার গত মাসের পূরা বেতন একত্রে দিতে

হইবে, বেতন আগামী অথবা সময় সময় কিছু কিছু করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

পঞ্চায়তের মাল বিক্রয়ের দ্বারা চৌকীদারের বেতনের টাকা তুলিবার কথা।

৪৫ ধারা। গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডে টাকা নাই ও পঞ্চায়ৎ বাকীদারদের দেনা টাকা আদায় করিবার উপযুক্ত উদ্যোগ করেন নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই অনুভব হইলে তিনি পঞ্চায়তের অন্তর্গত ব্যক্তিদের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা তাঁহাদের স্থানে চৌকীদারের বেতন আদায় করিবার পরওয়ানা দিবেন। ও সেই পরওয়ানায় কোন ব্যক্তির নাম লিখিয়া তাঁহার প্রতি সেই পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিবেন। এই আইনমতে যে কর আদায় করিবার আজ্ঞা হইল, তাহার বাকী আদায়ের লিপি বাহির হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে যে যে কার্য্য হইতে পারিবে, উক্ত পরওয়ানা সম্পর্কে সেই সেই কার্য্য হইতে পারিবে। তদ্রূপে যে টাকা আদায় করা যায়, তাহা হইতে চৌকীদারের পাওনা দেওয়া যাইবে। অবশিষ্ট টাকা হইতে ঐ পরওয়ানামত কার্য্য করণ সম্পর্কীয় সকল খরচখরচা দেওয়া গেলে পর, যে ব্যক্তির দ্রব্য ক্রোক হইয়া ঐ টাকা আদায় হয়, উদ্বৃত্ত তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি বেতন দিলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার কথা।

৪৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ববিধানমতে পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির স্থানে কিম্বা তাঁহার দ্বারা টাকা আদায় করা কি দেওয়া গেলে, যে বৎসরে আদায় করা কি দেওয়া যায়, সেই বৎসরের শেষে গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডের টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা হইতে তাঁহার আদায় করা কি দেওয়া সেই টাকা তাঁহাকে ফিরিয়া-দেওয়া যাইবে ইতি।

ট্যাক্স নিরূপণ-পত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। ট্যাক্স নিরূপণ করণে কোন ভ্রম প্রযুক্ত গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডে টাকার অকুলান হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত অনুভব হইলে, তিনি সেই ট্যাক্সনিরূপণপত্র আনাইয়া সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পঞ্চায়তের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। তাহা হইলে ঐ সংশোধিত

পত্রানুসারে যত টাকা পাওনা দৃষ্ট হয়, পঞ্চায়ৎ তত টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

টীকা—পঞ্চায়ৎ ট্যাক্স আদায়ের উপযুক্ত তদ্বির না করায় তহবীলে টাকার অনাটন হইলে তাঁহাদের মাল ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা চৌকীদারের বেতন আদায় হইবে, কিন্তু ট্যাক্স ধার্য্য করিতে ভুল হওয়া প্রযুক্ত কমি পড়িলে এই ধারামতে মাজিস্ট্রেট সাহেব ট্যাক্সের ফর্দ্দ সংশোধন করিবেন ও সেই সংশোধন করা ফর্দ্দমতে পঞ্চায়ৎ টাকা আদায় করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চৌকীদারী চাকরাণ ভূমির কথা।

৪৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোন গ্রামের হিতার্থে চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি নিরূপণ হইলে সেই গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইলে পর ঐ ভূমি যে মহালের কি তালুকের অন্তর্গত থাকে, নিম্নলিখিত নিয়মের বশতায় নিম্নলিখিত প্রকারে সেই মহালের কি তালুকের জমীদারকে দেওয়া যাইবে ইতি।

চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি জমীদারকে দিবার কথা।

৪৯ ধারা। তদ্রূপে যে ভূমি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাহার উপর ট্যাক্‌স ধার্য্য হইবে অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্বে তত্তুল্য প্রকারের ভূমির পাট্টা যে হিসাবে দেওয়া গিয়া থাকে, তাহার গড় ধরিয়া ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধাংশ ঐ ট্যাক্‌স নিরূপণ হইবে। গ্রামের পঞ্চায়ৎ ঐ ট্যাক্‌স নিরূপণ করিবেন ইতি।

মূল্যের অর্দ্ধাংশ ট্যাক্স নিরূপণের কথা।

৫০ ধারা। সেই ট্যাক্স পঞ্চায়ৎ কর্ত্তৃক নিরূপণ করা গেলে ঐ ট্যাক্‌সের পত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ করা যাইবে। তিনি কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্মকারী অন্য যে কার্য্যকারক তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হন, তিনি সেই ট্যাক্‌স নিরূপণপত্র অনুমোদন করিতে কিম্বা সংশোধন করিয়া

হস্তান্তর করিবার ভার কালেক্টর সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

অনুমোদন করিতে পারিবেন। (কিন্তু উক্ত প্রকারে ঐ নিরূপিত ট্যাক্সের অনুমোদন হইবার পূর্ব্বে জমীদার তদ্বিষয়ের আপত্তি করিতে পারিবেন) অনুমোদন হইলে পর জিলার কালেক্টর সাহেব (গ) তফসীলের পাঠে আপন স্বাক্ষরযুক্ত অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা তদ্রূপ অনুমোদিত ঐ ট্যাক্সের দায়সুদ্ধ সেই ভূমি ঐ জমিদারকে হস্তান্তর করিয়া দিবেন ইতি।

হস্তান্তর করিবার ফলের কথা।

৫১ ধারা। ঐ অনুজ্ঞাপত্রের এই ফল হইবে। ঐ অনুজ্ঞাপত্রলিখিত ভূমি জমীদারকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু ঐ অনুজ্ঞাপত্রানুসারে ঐ ভূমির যত টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইল, তাহা তাঁহার দিতে হইবে। এবং ঐ ভূমি যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে পূর্ব্বকৃত কোন চুক্তির উপলক্ষে কি তদ্দ্বারা কি তাহার বলে ঐ জমীদারের মহালের কি তালুকের একাংশ কোন ভূমিতে জমীদার ভিন্ন কোন ব্যক্তির অধিকার থাকিলে সেই চুক্তি প্রবল থাকিবে ইতি।

ঐ ট্যাক্স ভূমির উপর নিত্যদায় জ্ঞান হইবার কথা।

৫২। ঐ অনুজ্ঞাপত্রে যত টাকা ট্যাক্স লেখা থাকে, তাহা ঐ ভূমির উপর নিয়ত বার্ষিক দায়স্বরূপ বর্ত্তিবে। এবং পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি সেই ভূমির দখলীকারের স্থানে খাজানা আদায় করিতে যাঁহার যৎকালে অধিকার থাকে, তাঁহার নিকট বৎসর বৎসর প্রথম দিবসে সেই টাকা অগ্রিম পাইতে পারিবেন ইতি।

আদায় করিবার বিধান।

৫৩ ধারা। নিম্নলিখিত বিধিমতে যে দাবীর আদায় হইতে পারে, উক্ত প্রকারের নির্দ্ধারিত ট্যাক্স সেই দাবীর মধ্যে গণ্য হইবে ইতি।

বাকীর নোটিসের কথা।

৫৪ ধারা। উক্ত নির্দ্ধারিত ট্যাক্স দেনা হইলে পর যদি পঞ্চদশ দিন বাকী থাকে, তবে যে ভূমির ঐ ট্যাক্স নির্দ্ধার্য্য হইল, তাহা যে জিলার অন্তর্গত থাকে, পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি ঐ ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট এই আইনের (ঘ) তফসীলের পাঠে ঐ বাকীর এবং যে

ব্যক্তি ঐ ট্যাক্স দায়ী হন, তাঁহার নামের নোটিস দিবেন ইতি।

৫৫ ধারা। ঐ নোটিস পাইলে পর কালেক্টর সাহেব, কিম্বা বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমি বিক্রয়ের বিধান করণার্থ যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, তদনুসারে অন্য যে কার্য্য কারক নীলাম করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি টাকা দিবার কোন নোটিস অগ্রে না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষের ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ মন্ত্রিসভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র প্রচার করিবেন। ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ বাকী না দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্ত আইনের বিধানমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের অর্থগত মহালের ন্যায় ঐ ভূমি বিক্রয় করিবেন। এবং তদ্রূপ মহালের বিক্রয় সম্পর্কে যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, সেই আইনের সমস্ত বিধান ঐ ভূমির বিক্রয় কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে। এবং কোন মহাল নিজ বাকীর নিমিত্তে বিক্রয় হইলে সেই বিক্রয় কার্য্যের যে বল ও যে ফল হয়, উক্ত ভূমি বিক্রয়ের সেই বল ও সেই ফল হইবে। এবং ঐ ভূমির ক্রেতার উক্ত অবধারিত চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে হইবে। কিন্তু ঐ ভূমি নিজ রাজস্বের বাকীর নিমিত্তে বিক্রীত মহাল হইলে ক্রেতার তৎসংক্রান্ত যে দাবী ও দায় স্বীকার করিতে হয়, ঐ ভূমির ক্রেতা সেই দাবী ও দায় ভিন্ন অন্য দায় হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ ভূমি ভোগ করিবেন ইতি।

বিক্রয় করিবার নিয়মের ও ফলের কথা।

৫৬ ধারা। ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রয়ের উৎপন্ন টাকা হইতে ঐ বিক্রয় করিবার খরচ ও তৎসম্পর্কীয় অন্য অন্য খরচ দিয়া পঞ্চাতের যে ব্যক্তি ট্যাক্স আদায় করেন, তাঁহাকে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবার দিন অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ ট্যাক্সের বাকী টাকা দিবেন। এবং পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

ঐ ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি আপন নোটীসে ঐ ভূমির নিমিত্ত করদায়ী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাকে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন উদ্বৃত্ত টাকা দিবেন ইতি।

হস্তান্তরিত ভূমিভোগীর নিকট চাকরী করিবার স্বত্ব রহিত হইবার কথা।

৫৭। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে কোন জমীদারকে কোন ভূমি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে, সেই ভূমি ভাগ করণোপলক্ষে অন্য ব্যক্তির নিকট দখলীকারকে চাকরী করাইবার যে অধিকার ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া পরিশেষ হইবে ইতি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কমিশ্যন নিযুক্ত করিবার কথা।

৫৮ ধারা। কোন জিলায় কি জিলার কোন ভাগে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোন গ্রামে চৌকী দিবার ও পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যকারকের ভরণপোষণার্থ ভূমি থাকিলে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামে চৌকী দিবার ও জিলার পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থ যে চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি ও অন্য অন্য ভূমি নিরূপিত থাকে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করণদ্বারা সেই সকল ভূমি নিশ্চিত করিয়া নির্ণয় করণার্থে এক কি অধিক ব্যক্তিকে কমিশনর স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

চাকরাণ ভূমি বিষয়ক বিবাদ কমিশনের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

৫৯ ধারা। কোন জিলায় তদ্রূপ কমিশনর নিযুক্ত করা গেলে পর সেই জিলার মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামে চৌকী দিবার এবং পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থ চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কি অন্য ভূমি নিরূপণ করা গেল কি না ও কোন কোন ভূমিখণ্ড তদ্রূপে নিরূপণ হইয়াছে, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে ঐ কমিশনর ঐ বিবাদের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ইতি।

৬০ ধারা। কালেক্টর সাহেব ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করণ কার্য্যে ১৮২২ সালের ৭ আইনমতে ও সেই আইন সংশোধনার্থ অন্য অন্য আইন ও আক্টমতে যে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, উক্ত বিবাদের অনুসন্ধানকালে এই আইনের কার্য্যপক্ষে যতদূর আবশ্যক হয় ততদূর ও কমিশ্যনের উক্ত সকল ও তত্তুল্য ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

কমিশ্যনের ক্ষমতার কথা।

৬১ ধারা। ঐ কমিশ্যন এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামে চৌকী দিবার এবং পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থ চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কি অন্য ভূমি বলিয়া যে ভূমি নির্ণয় করেন, তাহার সীমার চিহ্ন দিবেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কি অন্য ভূমি বলিয়া যে ভূমি নির্ণয় করেন, তাহা, ও ঐ ভূমির সীমা, এবং যে গ্রামের হিতার্থে ভূমি নিরূপণ হইল, তাহার নাম প্রকাশার্থ অনুজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। তন্মধ্যে এই ভূমি পূর্ব্বোক্তরূপ চৌকীদারী চাকরাণ কি অন্য ভূমি আছে, এই ভূমি নয়, ইত্যনুরূপ কথায় ঐ অনুজ্ঞাপত্রে ভূমি বিশেষ করিয়া নির্ণয় করিবেন। এই আইন মতে ঐ অনুজ্ঞাপত্রে যে কথা প্রচার করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তাহা ঐ পত্রে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ পত্রই ততদূর তদ্ঘটিত কথা সম্পর্কে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে ইতি।

কমিশ্যনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ও তাহারদের আজ্ঞাবং ফলের কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৬২ ধারা। চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করিবার, ও যত জন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে, তাহাদের সংখ্যা ও বেতন নিরূপণ করিবার, এবং এই আইনের আদেশমত ট্যাক্স ধার্য্য

পঞ্চায়তের ক্ষমতামতে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবার কথা।

ও আদায় করিবার যে যে ক্ষমতা পঞ্চায়তের প্রতি অর্পিত হইল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় স্বাক্ষরিত কোন লিপিক্রমে তাঁহাদিগকে সেই সকল কি তন্মধ্যে কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার নোটিস দিলেও তাঁহারা যদি পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত তাহা করিতে অনঙ্গীকার কি শৈথল্য করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি, কিম্বা স্বীয় স্বাক্ষরিত কোন লিপিক্রমে অন্য যে ব্যক্তিকে সেই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

হানি নিবারণের কথা।

৬৩ ধারা। এই আইনমতে কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা কোন কার্য্য এই আইনমত বলিয়া স্বীকার করা গেলে, কিম্বা সেই ভাব প্রকাশ হইলে, যদি তদ্ধেতুক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, কিম্বা কোন পঞ্চায়তের কিম্বা পঞ্চায়তের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের আদেশমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির নামে নালীশ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে নালীশের হেতু ও যিনি বাদী হইবেন, তাঁহার নাম ও বাসস্থান লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্যালয়ে ও বিপক্ষের বাসস্থানে ঐ অভিপ্রায়ের নোটিস দিতে হইবে ও সেই নোটিস দিবার পর একমাস গত না হইলে নালীশ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। সেই নোটিস দিবার প্রমাণ না করা গেলে আদালত প্রতিবাদীর স্বপক্ষ আজ্ঞা দিবেন। নালীশের হেতু হইবার পর অব্যবহিত তিন মাসের মধ্যে ঐ নালীশের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার পরে নয়। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ নালীশ করিবার কল্পনার নোটিস দেওয়া গেলে, তিনি নালীশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে যদি বাদীর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবার প্রসঙ্গ করেন, তবে বাদী নালীশ করিয়া কিছু পাইতে পারিবেন না ইতি।

দায়েরসায়েরী কমিশনরদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব অর্পণ হইবার কথা।

৬৪ ধারা। পঞ্চায়তের ও মাজিষ্ট্রেটদের ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের এই আইন অনুযায়ী সমস্ত কার্য্যের উপর দায়েরসায়েরী কমিশ্যনর সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে ইতি।

৬৫ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্নর সাহেব সময়ে সময়ে পঞ্চায়তের কার্য্যপদ্ধতির, এবং কমিশ্যনের প্রতি কোন বিবাদ অর্পণ করা গেলে তাহার অনুসন্ধান লইয়া নির্ণয় করিবার আচারের ও কার্য্যপ্রণালীর বিধান, এবং এই আইন সম্পর্কীয় অন্য অন্য কার্য্যের বিধি করিয়া, এবং সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন কি মতান্তর কি রহিত করিয়া কলিকাতা গেজেটে ঐ বিধি ও বিধির পরিবর্ত্তন কি ভাবান্তর কি অন্যথা প্রকাশ করিতে পারিবেন। যে সময়ের যে বিধি প্রবল হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি এই আইনের বিধানের ন্যায় প্রবল ও সফল হইবে ইতি।

পঞ্চায়েতের কার্য্য পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি।

৬৬ ধারা। জমীদারের মহালের কি তালুকের মধ্যে দোষ কি অপরাধ করা গেলে, এই আইন প্রচলিত হওন কালীন বলবৎ আইনক্রমে তাঁহার সেই অপরাধ রিপোর্ট করিবার যে দায় বর্ত্তে কি যে কার্য্য কর্ত্তব্য হয় কিম্বা তিনি যাহাতে আবদ্ধ থাকেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহার লাঘব হইবে না ও তাহার কোন প্রকারে ব্যতিক্রম হইবে না ইতি।

অপরাধের রিপোর্ট করিতে জমীদারের যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যতিক্রম না হইবার কথা।

টীকা—জমিদার কি তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি যে সকল মোকদ্দমা ও বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য আছেন, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩ নং তালিকায় লেখা গেল।

৬৭ ধারা। যে গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না হয়, সেই গ্রামে এই আইন প্রচলিত হইবার পুর্ব্বে চৌকী দিবার ও পোলীসের নিকট অপরাধের রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থে যে ভূমি নিরূপণ হয়, ৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা ভিন্ন এই আইনের কোন কথা সেই ভূমির প্রতি খাটিবে না। উক্ত প্রত্যেক কর্ম্মকারক সেই গ্রামে যে যে কার্য্য করিতে আবদ্ধ আছে, ও উক্ত ভূমিতে তাহার অধিকার থাকিবার যে নিয়ম আছে, ও তাহাকে অবসর করিবার ও তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার যে বিধি আছে, তাহা এই আইন প্রচলিত না হওয়ার ন্যায় প্রবল থাকিবে ইতি।

পঞ্চায়ৎ যে গ্রামে নিযুক্ত না হয় সেই গ্রামের চৌকীদারীর বিধির ব্যতিক্রম না [illegible] কথা।

এই আইন যে সময় হইতে প্রচলিত হইবে, তাহার কথা।

৬৮ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসিত দেশের অন্তর্গত যে যে জিলায় কি জিলার যে যে শাখাখণ্ডে এই আইন প্রচলিত করেন, এই আইনের বিধান তথায় প্রচলিত হইয়া প্রবল হইবে। ঐ অনুজ্ঞাপত্রে এই আইন প্রচলিত হইবার যে দিন নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই দিনাবধি এই আইন ঐ অনুজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সকল জিলায় ও জিলার শাখাখণ্ডে প্রচলিত হইয়া প্রবল হইবে ইতি।

৬৯ ধারা। এই আইন "১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকীদারী আইন" নামে খ্যাত হইবে ইতি।

২৭ ধারার উল্লিখিত

ক তফসীল।

ক্রোক করিবার পরওয়ানার পাঠ

১৮৭০ সালের ৬ আইন।

গ্রাম্য চৌকিদারী কণ্ড।

অমুক গ্রামের পঞ্চায়তের পক্ষে।

নিম্ন লিখিত ফর্দ্দে যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহারা আপন আপন নামের পার্শ্ব লিখিত টাকা উক্ত পঞ্চায়ৎকে দিতে ক্রটী করিয়াছেন, অতএব তোমার প্রতি এই আদেশ ও আজ্ঞা করা যাইতেছে যে, ঐ বাকীদারের নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে, তত টাকা ও দণ্ডস্বরূপ আর তত টাকা আদায় করণার্থে তাঁহাদের অস্থাবর যত দ্রব্য বিক্রয় করা প্রয়োজন, তুমি তাঁহাদের তত দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় কর।

সন তারিখ

[দস্তখৎ]

শ্রীরামকানাই ধর

পঞ্চায়তের টাকা আদায়কারী।

নাম ও বর্ণনা।	যত টাকা।	যে সময়ে দেনা হইল।	দণ্ড।
মথুর পাড়ুই	১৲	১ লা বৈশাখ।	১৲
গোকুল মণ্ডল	৵০	১ লা ঐ	৵০

৩৯ ও ৪১ ধারার উল্লিখিত

খ তফসীল।

যে যে অপরাধের রিপোর্ট করিতে হইবে ও যে অপরাধ হইলে চৌকীদার ধৃত করিতে পারিবে, তাহার তালিকা।

খুন। অপরাধঘটিত নরহত্যা। বলাৎকার। ডাকাইতী। দস্যুতা। চৌর্য্য। অগ্নিদ্বারা অপকার। সিঁধচুরি বা পরগৃহে দোষভাবে অনধিকারপ্রবেশ। মুদ্রা কৃত্রিম করণ। গুরুতর পীড়া দেওয়া। হঙ্গামা। এবং ঐ ঐ অপরাধ করিবার সকল উদ্যোগ ও উপক্রম ও সহায়তা।

---

৫০ ধারার উল্লিখিত

গ. তফসীল।

হস্তান্তর করণের অনুজ্ঞাপত্রের পাঠ।

অমুক জিলার কালেক্টর আমি শ্রীঅমুক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে আপনার স্বাক্ষরিত এই অনুজ্ঞাপত্রক্রমে অমুক স্থানের জমীদার শ্রীঅমুকের প্রতি উক্ত মহাল প্রভৃতির অন্তর্গত অমুক গ্রামের চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিলাম। ঐ ভূমির সীমা এই এই। পরিমাণ এত বিঘা এত কাঠা। তিনি উক্ত অমুকের ও তদীয় উত্তরাধিকারীদের ও সম্পত্তিগ্রহীতাদের পক্ষে তাহা ভোগ করিবেন। এবং উক্ত আইনের বিধানানুসারে ঐ গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডে বৎসর এত টাকা কর দিবেন।

এবং ঐ মহাল প্রভৃতির ঐ অংশ বলিয়া গ্রামের অন্তর্গত কোন ভূমিসম্পর্কে উক্ত শ্রীঅমুক যে সকল চুক্তিতে বদ্ধ থাকেন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিবেন।

সন তাং

(দস্তখৎ)

জে, এস,

অমুক জিলার কালেক্টর।

---

৫৪ ধারার উল্লিখিত

ঘ তফসীল।

ভূমির নিমিত্ত বাকী করের নোটিস লিখিবার পাঠ।

অমুক গ্রামের পঞ্চায়ৎ।

অমুক জিলার কালেক্টর শ্রীযুত অমুক সমীপেষু।

এই গ্রামের যে চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি অমুক স্থানের জমীদারকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার এক বৎসরের এত টাকা কর পাওনা হইলেও অদ্যাপি দেওয়া যায় নাই। অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক ঐ করদায়ী।

সাল তাং।

(দস্তখৎ) শ্রীঅমুক।

পঞ্চায়তের পক্ষে কর আদায়কারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনমতে পঞ্চায়তের এই কয়খানি বহি রাখিতে হইবে।

১। টাকা আদায়ের হিসাব বহি।

২। জমাখরচ বহি।

৩। রোজনামা বহি।

এতদ্ভিন্ন একখানি রসীদ বহি রাখা আবশ্যক; এবং ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ, যাহা সময় সময় প্রচার করা যায়, তাহার নকলও একখানি বহিতে রাখা উচিত। ঐ ফর্দ্দ যে ফরমে ও যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা আইনের ১৬ ধারার টীকায় উদাহরণ সহিত লেখা গিয়াছে।

ট্যাক্স বাকীর ফর্দ্দ যাহা প্রত্যেক ত্রৈমাসিক কিস্তীর ১১ তারিখে প্রচার করিতে হইবে, তাহা আইনের ২৬ ধারার টীকায় উদাহরণ সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মাল ক্রোকী পরওয়ানার পাঠ আইনের শেষভাগের খ চিহ্নিত তফসীলে আছে। নীলামী ইস্তাহারের ফরম ও উদাহরণ ২৮ ধারার টীকায় অঙ্কিত হইয়াছে।

১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনমতে চৌকীদারকে যে ফারখতী ফর্দ্দ দিতে হইবে, তাহার ফরম ও উদাহরণ এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে সন্নিবেশিত হইল।

আপীল অর্থাৎ আপত্তি শুনিবার নোটীশের পাঠ আইনের ১৯ ধারার টীকায় ও চৌকীদার বহালের সনদের পাঠ ৩৬ ধারার টীকায় আছে। অন্যান্য বিষয় যথাস্থানে পাওয়া যাইবে।

১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের উপরোক্ত গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনে এই আদেশ হইয়াছে যে, আপত্তি বা আপীল নিষ্পত্তি করিয়া তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন আপীলের কোন পৃথক রেজেষ্টরী বা বহি রাখিতে হইবে এমত কোন কথা নাই, অতএব অনর্থক কার্য্য না বাড়াইয়া ঐ কথা কেবল রোজনামায় লিখিয়া রাখিলেই চলিবে। (৩ নং রোজনামা বহির আদর্শ দৃষ্ট কর।)

১ নং রেজিষ্টর টাকা আদায়ের হিসাব সন ১২—

নাম।	ব্যবসা।	মাসিক ট্যাক্স	যে মাসের বাবতে যত আদায় হয়।												মোট।			মন্তব্য।
			১ বৈশাখ	২ জ্যৈষ্ঠ	৩ আষাঢ়	৪ শ্রাবণ	৫ ভাদ্র	৬ আশ্বিন	৭ কার্ত্তিক	৮ অগ্রহায়ণ	৯ পৌষ	১০ মাঘ	১১ ফাল্গুন	১২ চৈত্র	ট্যাক্স	দণ্ড	একুন	
১ নং রজনী দে	তেজারতী	৸০	৸০	৸০	৸০	১৷৷০	১৷৷০	১৷৷০	৸০	৸০	৸০	৸০	৸০	৸০	৯৲	২৷০	১১৷০	দ্বিতীয় কিস্তিতে মাল ক্রোকের দ্বারা দ্বিগুণ আদায় হয়।
২ নং কৃষ্ণ পোদ্দার	সোণা রূপার দোকান	৷৷০	৷৷০	৷৷০	৷৷০	৷৷০	৷৷০	৷৷০	১৲	১৲	১৲	৷৷০	৷৷০	৷৷০	৬৲	১৷৷০	৭৷৷০	তৃতীয় কিস্তিতে ঐ
৩ নং মথুর পাড়ুই	মৎস্য ধরা	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৵০	৵০	৵০	৸০	৶০	৸৶০	চতুর্থ কিস্তিতে ঐ
৪ নং গোকুল মণ্ডল	কৃষি	‹১৫	‹১৫	‹১৫	‹১৫	‹১৫	‹১৫	‹১৫	৴১০	৴১০	৴১০	‹১৫	‹১৫	‹১৫	৷৴০	৵৫	৷৶৫	তৃতীয় কিস্তিতে ঐ
৫ নং শ্রীদাম মণ্ডল	মজুরি	‹১০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	৴০	‹১০	‹১০	‹১০	‹১০	‹১০	‹১০	।৵০	৶০	৷৴০	প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে ঐ
		১৷৵৫	১৷৵১৫	১৷৵১৫	১৷৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	১৸৶০	১৸৶০	১৸৶০	১৸৶৫	১৸৶৫	১৸৶৫	১৬৷৷৶০	৪৷৫	২০৸৶৫	

আইনের ১৬ ধারামতে ট্যাক্স ধার্য্যের যে ফর্দ্দ প্রস্তুত হয়, তাহার প্রথম ৩ ঘরের লিখিত নাম, ব্যবসায়াদি ও ট্যাক্স এই বহির প্রথম তিন ঘরে উঠাইতে হইবে। পরে কোন ব্যক্তির নিকটে যে মাসের যত আদায় হয়, তাহা সেই ব্যক্তির নামে তখনই, সেই সেই মাসের ঘরে, তাহার সাক্ষাতে উসুল দিবে, ও পৃথক কাগজে রসীদ লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

এই মর্ম্মে রসীদ দেওয়া যাইতে পারে যথা;—

রসীদ।

জিরাট সাকীনের যদুবৈরাগীর নিকটে সন ১২৮৫ পঁচাশী সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাসের কিস্তির বাবদে মাসিক ৵০ হিসাবে মোট।৵০ ছয় আনা ট্যাক্স পাইলাম। সন ১২৮৫ সাল ১০ ই বৈশাখ।

শ্রীরামকানাই ধর
পঞ্চায়তের ট্যাক্স আদায়কারী।

ট্যাক্স তিন তিন মাসান্তর ৪কিস্তিতে আদায় হইবে, সুতরাং এক এক কিস্তিতে এই ১ নং রেজেষ্টরীর ফরমের তিন তিন মাস একেবারে পূরণ হইবে। যদি উপযুক্ত সময়ে ট্যাক্স না দেওয়াতে দণ্ড আদায় হয়, তবে ট্যাক্স ও দণ্ড একত্র করিয়া উসুল দিতে হইবে, তাহাতে কোন কোন কিস্তির প্রতিমাসে ধার্য্য হওয়া ট্যাক্সের দ্বিগুণ উঠিবে। যে কারণে যে কিস্তির বা মাসের ট্যাক্স দ্বিগুণ আদায় হইল, তাহা মন্তব্যের ঘরে লিখিতে হইবে।

বৎসরের শেষে প্রত্যেক নামে যত ট্যাক্স ও যত দণ্ড আদায় হয়, তাহা হিসাব করিয়া মোটের ঘরে পৃথক পৃথক করিয়া ধরিয়া ঐ দুই ঘর আবার ঠিক দিয়া একুনের ঘর পূরণ করিতে হইবে। যদি কোন কারণে কোন নামে ট্যাক্স আদায় না হইতে পারে, তবে তাহা এবং আরও কোন বিশেষ কথা থাকিলে সেই কথা মন্তব্যের ঘরে লিখিবে।

২ নং রেজিষ্টার।

জমাখরচ সন ১২৮৫ সাল মাহ বৈশাখ

জমা।			খরচ।		
তারিখ।	যে বাবতে জমা।	যত টাকা	তারিখ।	যে বাবতে যত খরচ।	যত টাকা
সন ১২৮৫ ১ বৈশাখ	গত মাসের জমাখরচের শেষ তহবিল	১৯৲	৫ ই বৈশাখ	নবীন মণ্ডল চৌকীদারের গত চৈত্র মাসের বেতন মাং খোদ	৪৲
৬ বৈশাখ	১২৮৫ সালের প্রথম ছেমাহির ট্যাক্স আদায় গোকুল মণ্ডল	৵৫	ঐ	কোদাই সেখ চৌকীদারের গত চৈত্র মাসের বেতন মাং খোদ	৪৲
ঐ	ঐ বাবতে মথুর পাড়ুই	৶০	ঐ	গত বৎসর যে মোট ৫০ টাকা ট্যাক্স আদায় হইয়াছে, তাহার কমিশন শতকরা ৬টাকার হিসাবে	৩৲
ঐ	ঐ বাবতে কৃষ্ণ পোদ্দার	১॥০	ঐ	তনু বেহারা চৌকীদার গত মাসের ১৬ ই তারিখে বহাল হওয়ায় তাহার প্রাপ্য ১৫ দিনের বেতন মাং খোদ	২৲
১৮বৈশাখ	১২৮৫ সালের প্রথম ছেমাহির ট্যাক্সের বাবতে মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা আদায় রজনীকান্ত দে ট্যাক্স ২।০ ও দণ্ড ২।০ মোট ৪॥০	৪॥০	ঐ	হরি বেহারা চৌকীদারের গত মাসের ১৫ তারিখে মৃত্যু হওয়ায় তাহার ১৫ দিনের বেতন তাহার পুত্র কৃষ্ণ বেহারাকে দেওয়া গেল	২৲
	শ্রীদাম মণ্ডল ট্যাক্স /১০ ও দণ্ড /১০ মোট	৶০			
	একুন	২৫॥৫			
	বাদখরচ	১৫৲			
		১০॥৫			১৫৲

মবলগে দশ টাকা সাআট আনা এই মাসের শেষে হাতে তহবিল রহিল।

শ্রীরামকানাই ধর

পঞ্চায়তের মধ্যে ট্যাক্স আদায়কারী

প্রথম তিন ঘরে জমা ও শেষ তিন ঘরে খরচ লিখিতে হইবে ও প্রতি মাসের শেষে ঠিক দিবে; পরে খরচের ঠিক জমার ঠিকের নীচে তুলিয়া বাদওয়ার করিয়া বাকী কাটিবে। পরের মাসে পৃথক পাতে আবার ঐ ফরম্ আঁকিয়া তাহার জমার ঘরের সর্ব্ব প্রথমে গত মাসের বাকী তহবিল আনিয়া তাহার নীচে ক্রমে ঐ মাসের আমদানী জমা করিবে, এইরূপে প্রতিমাসে পৃথক পৃথক করিয়া জমাখরচ লিখিবে।

৩ নং রোজনামা বহি।

১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের ৬৭ প্রকরণমতে এই বহি রাখিতে হইবে। পঞ্চায়ৎ বা পঞ্চায়তের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করেন অথবা যে আজ্ঞা বা কর্ম্ম করেন, তাহার বর্ণনাপত্র রোজনামার মতে লিখিয়া রাখিতে হইবে ও সাধারণের কোন লোক দেখিতে চাহিলে তাহা দেখাইতে হইবে।

কিন্তু প্রত্যহই যে এই রোজনামা লিখিতে হইবে এমত নহে; কেবল যে যে তারিখে পঞ্চায়ৎ বা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য কি আদেশ করেন, সেই সেই তারিখেই ঐ রোজনামায় খবর লিখিতে হইবে ও পঞ্চায়তের মধ্যে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সেই সেই খবরে দস্তখৎ করিবেন। উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল।

উদাহরণ।

৩ নং রোজনামা বহি ১২৮৪ সাল গোপালপুর।

তারিখ।	বিবরণ।
১২৮৪ সাল ২২ শে মাঘ	অদ্য গ্রামের নন্দরাম দত্তের বাহির বাটীতে উপস্থিত হইয়া দিবা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া আগামী ১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিলাম। (এই স্থানে পঞ্চায়তের সমুদয় ব্যক্তির দস্তখৎ করিতে হইবে।)
২৯ শে ফাল্গুন ১২৮৪।	প্রস্তুত থাকা ১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ আমরা পঞ্চায়তের সমুদয় ব্যক্তি দস্তখৎ করিয়া আমাদিগের মধ্যে রামকানাই ধরকে রসীদ দিয়া ট্যাক্স আদায় করিতে ও হিসাবাদি রাখিতে নিযুক্ত করিয়া তাহার নাম ঐ ফর্দ্দের নিম্নে লিখিয়া দিলাম ও গ্রামের রাধানাথ দত্তের

বাড়ীর সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে ঐ ফর্দ্দ লট্‌কাইয়া দিয়া প্রচার করিলাম ইতি।

(এই স্থানে পঞ্চায়তের সমুদয় ব্যক্তির দস্তখৎ করিতে হইবে।)

৩০ শে ফাল্গুন ১২৮৪।

ঐ ফর্দ্দের লিখিত ট্যাক্সের প্রতি যদি কোন লোকের আপত্তি থাকে, তাহার আপীল শুনিবার নিমিত্তে অদ্যকার তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহের সোম ও শুক্রবারে সকালে ও বৈকালে আমরা নন্দরাম দত্তের বাহির বাড়ীর ঘরে বসিয়া আপীল শুনিব, এই মর্ম্মে নোটীশ লিখিয়া লট্‌কাইয়া দেওয়া গেল ইতি।

(পঞ্চায়তের দস্তখৎ।)

৭ই চৈত্র ১২৮৪।

অদ্য শুক্রবারে আমরা নন্দরাম দত্তের বাহির বাড়ীর ঘরে বসিলে বেলা এক প্রহরের সময় গোকুল মণ্ডল উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি মাসিক /৫ হিসাবে যে ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, তৎপ্রতি আপত্তি করায়, আমরা তাহার অবস্থা ও চৌকী দিবার উপযুক্ত যে সম্পত্তি আছে, তাহা তদন্ত করিয়া দেখিলাম, তাহাতে তৎপ্রতি কিছু অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে বোধ হওয়ায়, মাসিক ট্যাক্স ৴১৫ তিন পয়সা করিয়া ধরিয়া ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ্দ সংশোধন করিলাম।

(পঞ্চায়তের তিন কি ততোধিক ব্যক্তি যাঁহারা আপীল শুনিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দস্তখৎ।)

৭ই চৈত্র ১২৮৪।

রজনীকান্ত দে ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহার মাসে ৵৹ হিসাবে যে ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, তৎপ্রতি আপত্তি করিল, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাহা অনুচিত বোধ না হওয়ায়, স্থির রাখা গেল ইতি।

(পঞ্চায়তের তিন কি ততোধিক ব্যক্তি যাঁহারা আপীল শুনিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দস্তখৎ।)

১৬ই চৈত্র ১২৮৪।

হরি বেহারা চৌকীদারের গত কল্য জ্বরবিকারে মৃত্যু হওয়ায় তাহার পদে তনু বেহারাকে মাসিক ৪৲ বেতনে নিযুক্ত করিয়া সনদ দিলাম ও আগামী কল্য থানায় যাইয়া ঐ সনদ দাখিল করিয়া রেজেষ্ট্রী করাইতে বলিয়া দিলাম এবং তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম ইতি।

(পঞ্চায়তের দস্তখৎ।)

সন ১২৮৫। গোপালপুর।

তারিখ।	বিবরণ।
৫ই বৈশাখ ১২৮৫।	গ্রামের নবীন মণ্ডল, কোদাই সেখ ও তনু বেহারা চৌকীদার বেতন লইতে হাজির হওয়ায় নবীন ও কোদাইকে তাহাদিগের গত মাসের পূরা বেতন ৪৲ টাকা হিসাবে ৮৲ দিলাম ও তনু বেহারা চৌকীদার গত মাসের ১৬ই তারিখে বহাল হওয়ায় তাহার প্রাপ্য ১৫ দিনের বেতন ২৲ তাহাকে ও মৃত হরি বেহারার বেতন ২৲ টাকা তাহার পুত্র কৃষ্ণ বেহারাকে দিলাম এবং ঐ টাকা চৌকীদারগণের ফারখতি ফর্দ্দে উঠাইয়া দিয়া জমাখরচে খরচ লিখিলাম ইতি। (পঞ্চায়তের মধ্যে কর আদায়কারীর দস্তখৎ।)
৫ই বৈশাখ ১২৮৫।	গত বৎসর যে মোট ৫০ টাকা ট্যাক্স আদায় হইয়াছে, তাহার কমিশন শতকরা ৬ টাকা হিসাবে ৩ টাকা কাটিয়া লইয়া জমাখরচে খরচ লেখা গেল ইতি। [কর আদয়কারীর দস্তখৎ।]
৬ই বৈশাখ ১২৮৫।	এই সনের প্রথম তিন মাসের কিস্তির ট্যাক্স গোকুল মণ্ডল ৴৫ মথুর পাড়ুই ৴০ ও কৃষ্ণ পোদ্দার ১॥০ টাকা দাখিল করায় হিসাবের বহিতে উসুল দিয়া পৃথক পৃথক রসীদ দিলাম ইতি। কর আদায়কারীর দস্তখৎ।)
১১ই বৈশাখ ১২৮৫।	ফর্দ্দের লিখিত রজনীকান্ত দে, অক্ষয় পাড়ুই ও শ্রীদাম মণ্ডল এযাবৎ এই ছে মাহির ট্যাক্স না দেওয়ায় তাহাদিগের নামে বাকীর ফর্দ্দ লিখিয়া প্রকাশ্য স্থানে জারি করিলাম ইতি। (পঞ্চায়তের দস্তখৎ।)
১৫ই বৈশাখ ১২৮৫।	উক্ত রজনীকান্ত দে, অক্ষয় পাড়ুই ও শ্রীদাম মণ্ডলের নিকটে পাওয়ানার ট্যাক্সের দ্বিগুণ টাকার মেক্‌দারের মাল ক্রোক করিতে তনু চৌকীদারের নামে পরওয়ানা দেওয়া গেল। পঞ্চায়তের মধ্যে কর আদায়কারীর দস্তখৎ।

১৫ই বৈশাখ ১২৮৫।

চৌকীদার মজকুর কৃষ্ণচন্দ্র সেন প্রভৃতির সাক্ষাতে শ্রীদাম মণ্ডলের একটা পিতলের ঘটী, অক্ষয় পাড়ুয়ের একটা কাঁসার বাটী, রজনীকান্ত দের একটা পিতলের কলসী এবং একটা বক্‌না বাছুর ক্রোক করিয়া দাখিল করায় গ্রামের পঞ্চানন সেনের জিম্মায় রাখিয়া নিলামের নিমিত্ত ১৮ ই বৈশাখ দিবা ১০ টার সময় অবধারিত করিয়া ইস্তাহার লিখিয়া ঢোল সোহরৎ দিয়া জারি করিলাম ইতি।

(পঞ্চায়তের দস্তখৎ।)

১৫ই বৈশাখ ১২৮৫।

অক্ষয় পাড়ুই উপস্থিত হইয়া ট্যাক্সের প্রতি আপত্তি করায় শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া ৫ দিবসের মধ্যে হুকুম আনিতে বলিয়া দিয়া তাহার ক্রোকী বাটী ঐ কয়দিন বিক্রয় করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম ইতি।

(পঞ্চায়তের দস্তখৎ)

১৮ই বৈশাখ

শ্রীদাম মণ্ডলের একটা পিতলের ঘটী ও রজনীকান্ত দের একটা পিতলের কলসী ও একটা বক্‌না বাছুর যাহা ক্রোক ছিল, তাহা নিলামে ধরায় ঐ ঘটী কৃষ্ণগঞ্জের নতীব সর্দার ১ টাকা ও বক্‌না বাছুর হরিপুরের লক্ষ্মণ সেন ২।০ টাকা ও পিতলের কলসী বারান্দীর রামচরণ দাস ২৷৷০ টাকা সকলের উপরে ডাকায় তাহাদের নিকটে বিক্রয় করিলাম ও বিক্রয়ের মূল্য হইতে শ্রীদাম মণ্ডলের ট্যাক্স /১০ ও দণ্ড /১০ ও রজনীকান্ত দের ট্যাক্স ২।০ ও দণ্ড ২।০ লইয়া হিসাবে উস্থল দিয়া ও জমাখরচে জমা করিয়া উদ্বৃত্ত ৸/০ শ্রীদাম মণ্ডলকে, ও ।০ রজনীকান্ত দেকে রসীদ গ্রহণে ফেরত দেওয়া গেল ইতি।

নীলামের সময় পঞ্চায়তের মধ্যে দুই কি ততোধিক
ব্যক্তি যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের দস্তখৎ।

রসীদ বহি।

কোন লোককে মাল কিম্বা টাকা দেওয়া গেলে একখানি বহিতে তাহার রসীদ রাখা উচিত। চৌকীদারকে বেতন দেওয়া গেলে অথবা কোন ব্যক্তিকে ক্রোকী মাল খালাস কিম্বা নীলামি মূল্যের উদ্বৃত্ত ফেরত দিলে তাহা এই বহিতে লিখিয়া রসীদ লইবে। নিম্নলিখিত মতে ঐ বহি রাখা যাইতে পারে যথাঃ—

উদাহরণ।

রসীদ বহি সন ১২৮৫ সাল, গোপালপুর

রসীদের তারিখ	যে টাকা বা মাল দেওয়া যায় তাহার বিবরণ ও রসীদ।	যাহাকে দেওয়া যায় তাহার দস্তখৎ।	সাক্ষীগণের নাম ও দস্তখৎ।
৫ই বৈশাখ ১২৮৫।	আমি নবীন মণ্ডল চৌকীদার আমার গত চৈত্রমাসের বেতন ৪৲ মং চারি টাকা মাত্র পাইয়া রসীদ দিলাম।	× নিঃ শ্রীনবীন মণ্ডল।	শ্রীদীননাথদে শ্রীপঞ্চানন সেন।
১৮ই বৈশাখ ১২৮৫।	আমি শ্রীদাম মণ্ডল. আমার একটা পিতলের ঘটী নীলামী মূল্য ১ টাকার মধ্যে ট্যাক্স ও জরিমানা বাদে ৸৹ মং তের আনা পাইয়া রসীদ দিলাম।	শ্রী শ্রীদাম মণ্ডল।	শ্রীপঞ্চানন সেন। × নিঃ শ্রীহরি মণ্ডল।

চৌকীদারগণের নোটবহি লেখার নিয়মাবলী।

গ্রামে যত কয়েদ খালাসী বদমায়েস থাকে, তাহাদিগের নাম নোটবহির পৃথক পৃথক পাতে লিখিয়া রাখিবে, শেষে যখন যাহার বিরুদ্ধে কিছু জানা যায়, তাহার নামের নীচে তাহার সেই খবর লিখিবে। (৩৯ ধারার টীকা দেখ)

প্রথম নিয়ম।

১। গ্রামের প্রসিদ্ধ মন্দচরিত্রের লোক কি কয়েদখালাসী ব্যক্তি যে সময় গ্রাম ছাড়িয়া অন্য স্থানে যায়, তাহার গ্রাম ছাড়িবার তারিখ ও সময় লিখিতে হইবেক।

২। সে কোথায় গিয়াছে?

৩। কি অভিপ্রায়ে অর্থাৎ কি মতলবে?

৪। সে কাহার সঙ্গে গিয়াছে?

৫। নৌকায় কি ডাঙ্গাপথে গিয়াছে?

৬। গ্রামে ফিরিয়া আসার তারিখ ও সময়।

দ্বিতীয় নিয়ম।

১। যখন চৌকীদারগণ রাত্রিকালে রোঁদে যায়, যদি সেই রাত্রে কোন প্রসিদ্ধ বদমায়েস কি কয়েদখালাসী ব্যক্তি আপন বাটী হইতে গরহাজির থাকে।

২। সে কোথায় গিয়াছে? তাহার আত্মীয় স্বজনগণ যাহা বলে।

৩। সে ফিরিয়া আসিয়া নিজে যাহা বলে।

৪। ফিরিয়া আসার তারিখ ও সময়।

৫। সেই রাত্রে কোন স্থানে চুরী কি ডাকাইতী হওয়ার কথা শুনিলে তাহা।

তৃতীয় নিয়ম।

১। গ্রামে যদি কোন প্রসিদ্ধ বদমায়েস কি কয়েদখালাসী ব্যক্তি আসে, তবে তাহার নাম ও সাকিন এবং পৌঁছিবার তারিখ ও সময় লিখিতে হইবেক।

২। তাহার সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছিল কি না, এবং তাহার চরিত্র কিরূপ?

৩। কাহার বাটীতে আসিয়াছে?

৪। কি মতলবে অর্থাৎ কি কাজে আসিয়াছে? সে যাহা বলে।

৫। গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার তারিখ ও সময় লিখিতে হইবেক।

৬। গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার সময়ে নিজ গ্রাম কি অন্য গ্রামের কোন লোক কিছুকাল পরে কি পূর্ব্বে ঐ বদমায়েসের সঙ্গে গেলে অথবা সেই বদমায়েস চলিয়া গেলে গ্রামের আর কোন বদমায়েস গরহাজির হইলে তাহাও লিখিবে।

চতুর্থ নিয়ম।

১। গ্রামে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে কিম্বা চৌকীদারের জানিতরূপে যে পর্য্যন্ত মন্দচরিত্রের লোক অথবা কয়েদখালাসী ব্যক্তিগণ বাস করে, তৎপর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পঞ্চম নিয়ম।

১। যদি দুই কি ততোধিক মন্দচরিত্রের লোক একত্র চলা ফেরা করে অথবা একত্র হয়, তবে যে সময় ও যে তারিখে তাহারা এইরূপে একত্র হইয়াছিল, তাহা লিখিতে হইবেক। এবং এইরূপে একত্র হওয়ার পরে যদি কোন গ্রামে চুরী কি ডাকাইতী হওয়ার কথা শুনা যায়, তবে তাহাও লিখিবে।

ষষ্ঠ নিয়ম।

১। বদমায়েস সম্বন্ধে যে কোন অবস্থা জানা যায়, যাহাতে সে কোন চুরী ডাকাইতী বা চোরা মাল গ্রহণ বিষয়ে লিপ্ত ছিল এমত বিবেচনা করার কারণ থাকে, তবে সেই সকল বিষয়ও লিখিতে হইবে, যথাঃ—অমুক তারিখে এতরাত্রে তাহাকে অমুক ব্যক্তি এইভাবে দেখিয়াছিল। সে অমুক তারিখে অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তির নিকটে এই এই সন্দেহজনক মাল বিক্রয় করিয়াছে, এই কথা শুনা গিয়াছে কি এই এই সন্দেহজনক মাল তাহার বাড়ীতে দেখা গিয়াছে ইত্যাদি।

চৌকীদারের ফার্খতী ফর্দ্দ।

মাস।	বেতন দেওয়ার তারিখ।	যত বেতন দেওয়া গেল।	বেতনগৃহীতা চৌকীদারের দস্তখৎ।	টাকা আদায়কারী পঞ্চায়তের দস্তখৎ।	ষ্টেসন ও আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দস্তখৎ।	আছালতন চৌকীদারের ছুটি পীড়াদি বিষয়ে মন্তব্য
বৈশাখ ১২৮৫	১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।	৪৲	নিঃ শ্রীতনু বেহারা।	শ্রীরামকানাই ধর পঞ্চায়ৎ।	শ্রীনটবর দত্ত সব ইং পেঃ	—

প্রত্যেক চৌকীদারের ১২ পাতের একখানি ফার্খতী ফর্দ্দ থাকিবে, তাহার প্রত্যেক পাতে উপরের লিখিত ফরম আঁকিয়া প্রতি পাতে এক এক মাসের বেতনের বিষয় লিখিতে হইবে, যখন পঞ্চায়তের টাকা আদায়কারী ব্যক্তি চৌকীদারকে যে বেতন দিবেন, তাহা ঐ ফার্খতী বহিতে উঠিবে। নূতন বৎসর পড়িলে সেই বৎসরের জন্যে পৃথক বহি রাখিবে। থানা ও আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মাসের মধ্যে একবার অথবা চৌকীদারেরা চৌকীদারী আইনের ৩৯ ধারামতে যখন হাজীরা দিতে যায় তখন, তিনি ঐ ফর্দ্দ দেখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন, ও ঐ ফর্দ্দে যাহা লেখা থাকে, তাহা চৌকীদারকে বুঝাইয়া দিবেন ও চৌকীদার বেতন না পাইয়া থাকিলে, সেই বিষয় রিপোর্ট করিবেন। (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ও পোলিসের শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনরল সাহেবের সরকুল্যর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

১ নং তালিকা।

সাধারণ অর্থাৎ সমস্ত লোকেই এই সকল অপরাধ হওয়ার কথা জানিতে পারিলে ফৌজদারী কার্য্যাবিধি আইনের ৮৯ ধারামতে নিকটস্থ পোলিস ষ্টেসনে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সংবাদ দিতে বাধ্য, তাহাতে ক্রটী করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারা ও স্থলবিশেষে ২০২ ধারামতে ৬ মাস পর্য্যন্ত ফাটক অথবা হাজার টাকা পর্য্যন্ত বা ততোধিক জরিমানা কি উভয় দণ্ড হইবে।

দণ্ডবিধি আইনের ধারা।	অপরাধ।
	(পোলিসের তদারক যোগ্য।)
৩০২, ৩০৩, ৩০৪ ধারা।	খুন অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধ কি অপরাধযুক্ত নরহত্যা।
৩৮২ ধারা	খুন কি জখম করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরী।
৩৯২ হইতে ৩৯৯ ধারা ও ৪০২ ধারা	ডাকাইতী কি দস্যুতা, তাহার উদ্যোগ, কি ডাকাইতী করার জন্য দলবদ্ধ বা একত্র হওয়া।
৪৩৫ ধারা	অগ্নির দ্বারা ১০০ কি তাহার অধিক টাকার ক্ষতি করা।
৪৩৬ ধারা	ঘর জালানী।
৪৩৯ ও ৪৫০ ধারা	ফাঁসী বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড যাহাতে হইতে পারে এমত অপরাধ করার জন্য পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ।
৪৫৬ হইতে ৪৬০ ধারা	সিঁধ চুরী বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ কি রাত্রিযোগে লুকাইয়া পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ কিম্বা খুন বা জখম করার জন্য রাত্রিযোগে লুকাইয়া পরগৃহে প্রবেশ।
	(পোলিসের তদারকের অযোগ্য মোকদ্দমার মধ্যে)
১২১ ধারা হইতে ১২৬ ধারা	রাজবিদ্রোহঘটিত অপরাধ।
১৩০ ধারা	রাজনীতি অনুসারে যাহারা বন্দী হয়, তাহাদিগের পলায়ন করার সাহায্য করা কি তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লওয়া কি আশ্রয় দেওয়া।

এতদ্ভিন্ন ১৮৭৮ সালের ১১ আইন অর্থাৎ গুলি, বারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি সম্বন্ধীয় আইনের ২৮ ধারামতে কোন ব্যক্তি ঐ আইনবিরুদ্ধ কোন অপরাধের বিষয় জানিতে পারিলেই নিকটস্থ পোলিসে কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সংবাদ দিতে বাধ্য আছে; সংবাদ দিতে না পারার কোন বলবৎ কারণ ত্রুটীকারী ব্যক্তি দর্শাইলে তাহার প্রমাণের ভার তাহারই শিরে থাকিবে।

২ নং তালিকা

কোন সাধারণ লোকের সাক্ষাতে ইহার কোন অপরাধ ঘটনা হইলে তাহারা অপরাধীকে ধরিতে পারে, কিন্তু ধৃত ব্যক্তিকে অগৌণে নিকটস্থ পোলিসে দাখিল করিতে হইবে। (ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৫ ও ১০৭ ধারা)

দণ্ডবিধি আইনের ধারা।	অপরাধ। (পোলিসের তদারক যোগ্য ও জামিনের অযোগ্য মোকদ্দমা)
৩০২ হইতে ৩০৪, ৩০৭ ধারা	খুন অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধ, কি অপরাধযুক্ত নরহত্যা কিম্বা খুন করার উদ্যোগ।
৩০৫ ও ৩০৬ ধারা	সহমরণের কি গলায় দড়ি দিয়া মরণের অথবা অন্য কোন রকমে আত্মহত্যা করার সহায়তা।
৩৬৩ হইতে ৩৬৯ ধারা	মনুষ্য চুরী কি হরণ করা।
৩৭২ ও ৩৭৩ ধারা	ব্যভিচারের নিমিত্তে বালিকা খরিদ বা বিক্রয়।
৩৭৫ ধারা	বলাৎকার করা।
৩৭৭ ধারা	অস্বাভাবিক অভিগমন।
৩৭৯ হইতে ৩৮২ ধারা	চুরী।
৩৯২ হইতে ৪০২ ধারা	ডাকাইতী কি দস্যুতা করা অথবা ডাকাইতী বা দস্যুতা করার উদ্যোগ করা কিম্বা চুরী কি ডাকাইতী করার জন্য দলবদ্ধ হওয়া।

ধারা	অপরাধ
৪৫৩ হইতে ৪৬০ ধারা	সিঁধ চুরী অথবা গোপনে বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৪০৬ হইতে ৪০৮ ধারা	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সম্পত্তি লওয়া।
৪১১ হইতে ৪১৪ ধারা	চোরামাল গ্রহণ করা বা দখলে রাখা অথবা গোপন করা।
৪৪৯ হইতে ৪৫১ ধারা	ফাঁসী কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করণার্থ অথবা চুরী করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৪৫২ ধারা	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৪৩৯ ধারা —	চুরী ইত্যাদি করার জন্য নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।
৪৩৭ ও ৪৩৮ ধারা	২০ টন বোঝাইধারী কি তুতকযুক্ত নৌকাদি বিঘ্ন কি নষ্ট করার জন্য অগ্নি দ্বারা কি অন্য কোন উপায়ে অপকার করা।
৪৪০ ধারা —	খুন কি জখম করিবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করা।
৩৫৬ ধারা	কোন ব্যক্তি গাত্রে পরিধান করিয়া কি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এমত দ্রব্য চুরী করার জন্য আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ।
৩১১ ধারা —	ঠগ হওয়া। (অর্থাৎ এক প্রকার ডাকাইতী)
৩২৬ ধারা —	সঙ্কটজনক অস্ত্রাদি দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান।
৩২৭ ও ৩২৯ ধারা	দ্রব্য বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থ কিম্বা অপরাধ করা সুগম করার নিমিত্ত পীড়া কি গুরুতর পীড়া।
৩২৮ ধারা	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্ত নেসাজনক কি অচেতনকারক দ্রব্য খাওয়ান।
৩৩১ ধারা	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্য অথবা সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত গুরুতর পীড়া।
৩৩৩ ধারা —	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থ গুরুতর পীড়া।
২৩১ হইতে ২৫৪ ধারা	টাকা পয়সা কৃত্রিম করা বা রূপান্তর করা অথবা কৃত্রিম বা রূপান্তর করা টাকা পয়সা নিকটে রাখা কিম্বা অন্যকে দেওয়া।

৪৬৭, ৪৭১ ধারা	গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট কৃত্রিম অর্থাৎ জাল করা কিম্বা জাল জানিয়া ব্যবহার করা।
২২৬ ধারা	দ্বীপান্তর হইতে বে আইন মতে ফিরিয়া আসা।
২২৫ ধারা	১০ বৎসর ফাটক কি ততোধিক গুরুতর দণ্ডের উপযুক্ত অথবা তদ্রূপ অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে, বলপূর্ব্বক বাধা দেওয়া কি ছাড়াইয়া দেওয়া।
১৩১ হইতে ১৩৪ ধারা	সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধ;—সৈন্য কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করার সহায়তা, কি রাজবাধ্যতা হইতে বিমুখ করার উদ্যোগ, কিম্বা উপরিস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি আক্রমণ ইত্যাদির সহায়তা।

এতদ্ভিন্ন বিশেষ আইনমতে যে সকল অপরাধে তিন বৎসর কি ততোধিক কাল ফাটক হইতে পারে, এমত অপরাধ কেহ সাধারণ কোন ব্যক্তির সাক্ষাতে করিলে তাহাকে ধরিয়া পোলিসে দিতে পারে যথাঃ—

(পোলিসের তদারক যোগ্য ও জামিনের অযোগ্য)

১৮৬৬ সালের ১৪ আইনের ৪৮ ধারা	ডাকযোগে কোন দ্রব্য পাঠান গেলে ডাকঘরের কোন কর্ম্মচারী কর্তৃক তাহা চুরী কি নষ্ট করা অথবা গোপনে রাখা কি ঐ অপরাধের সহায়তা করা।
১৮৫৪ সালের ১৮ আইনের ২৫ ধারা	ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কার্য্য করিয়া অথবা ক্রটী প্রযুক্ত রেলগাড়ির আরোহীদিগের নিরাপদের বিঘ্ন করা।
১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ৫, ৬, ১০ ও ১৯ ধারা	অনুমতিপত্র না লইয়া অস্ত্রশস্ত্র বা গুলি বারুদাদি প্রস্তত বা বিক্রয় করা কি হস্তান্তর করার সংবাদ দিতে ক্রটী করা অথবা তাহা আমদানী বা রপ্তানী করা।
ঐ আইনের ১৩ ধারা ও ১৯ ধারা	অনুমতিপত্র না লইয়া বা অনুমতিপত্রের অতিক্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গমন করা।

টীকা—মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পোলিসের কর্ম্মচারী অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক তাহাকে নিরস্ত্র করিতেও পারেন।

১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ১৪, ১৫ ১৬, ১৭ ও ১৯ ধারা

অনুমতিপত্র না লইয়া অস্ত্রশস্ত্র অথবা যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি দখলে রাখা অথবা আজ্ঞা হইলে উপস্থিত করিতে ত্রুটী করা ইত্যাদি।

ঐ আইনের ২০ ধারা

অস্ত্রশস্ত্র জন্য খানাতলাসী হইলে, অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, বারুদ বা যুদ্ধ-সরঞ্জাম গোপন করা কিম্বা গোপনে তাহা আমদানী রপ্তানী করা ইত্যাদি।

কেহ অস্ত্রশস্ত্রাদি বা যুদ্ধসরঞ্জাম লইয়া যাইবার কালে যদি অবস্থাদি দৃষ্টে এমত বোধ হয় যে, উহা ব্যবহারের নিমিত্ত অথবা বে-আইনী কার্য্যের জন্য লওয়া হইতেছে, তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি তাহাকে ঐ দ্রব্যাদি সহ ধৃত করিয়া নিকটস্থ পোলিসে দাখিল করিতে পারে। (১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ১২ ধারা।)

টীকা—অস্ত্রশস্ত্রাদি সম্বন্ধীয় এই আইন সকল জেলায় প্রচলিত নাই;—যে যে জেলায় ঐ আইন জারী আছে, কেবল সেই সেই জেলায়ই উপরোক্ত বিধান খাটে।

---

৩ নং তালিকা।

চৌকীদার ও গ্রামের মাতব্বর অথবা প্রধান লোকস্বরূপ পঞ্চায়ৎ, জমীদার, ভূম্যধিকারী কি দখিলকার ও তাহাদের গোমস্তা, ও কোর্ট ওয়ার্ডসের পক্ষ এদেশীয় প্রত্যেক কার্য্যকারক

এই সকল অপরাধ ঘটনা হওয়া জানিতে পারিলে নিকটস্থ পোলিসে কি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সংবাদ দিতে বাধ্য।

তাঁহারা ১ নং ও ২ নং তালিকায় লিখিত সমস্ত অপরাধের সংবাদ দিতে বাধ্য, তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত মোকদ্দমার খবর দিতেও বাধ্য আছেন।

অপরাধ।

(পোলিসের তদারকের অযোগ্য ও জামিনের অযোগ্য)

দণ্ডবিধি আইনের ধারা	
৩১৩ হইতে ৩১৬ ধারা	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করা, গর্ভপাত করিতে গর্ভিণীর মৃত্যু হওয়া, কিম্বা সন্তান জীবিত না জন্মে, বা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরে, এরূপ কার্য্য করা অথবা জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করা।
৪৬৬ হইতে ৪৬৮ ধারা ৪৭২ ধারা হইতে ৪৭৭ ধারা	দলিল জাল করা কি জাল মোহরাদি প্রস্তুত করা বা নিকটে রাখা অথবা উইল ইত্যাদি নষ্ট করা বা বিকৃতি করা।
৪০৯ ধারা	রাজকীয় কার্য্যকারক বা বণিক বা বাণিজ্যব্যবসায়ী কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা।
৩৮৬ ও ৩৮৭ ধারা	খুন করার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ কিম্বা অপহরণ করার জন্য ঐরূপ ভয় প্রদর্শন।
৩৮৮ ও ৩৮৯ ধারা	ফাঁসী কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অথবা অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের নালিশ করার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করা কিম্বা অপহরণ করার জন্য ঐরূপ ভয় প্রদর্শন।
৫০৫ ধারা	সাধারণের শান্তিভঙ্গ করাইবার কি সৈন্যের অবাধ্যতা জন্মাইবার জন্য মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা।
১২১ ধারা হইতে ১২৮ ধারা	রাজবিদ্রোহঘটিত অপরাধ।
১৯৪, ১৯৫ ধারা	যাহাতে ফাঁসী কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড অথবা ৭ বৎসরের অধিক মেয়াদ হইতে পারে, এমত মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া কি প্রস্তুত করা।
২২২ ধারা	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা ১০ বৎসর কি ততোধিক কাল কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বাধ্য হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের ধরিতে ত্রুটী করা।
৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৬ ধারা	বিবাহ সম্বন্ধীয় অপরাধ।

তাঁহারা আরো এই সকল বিষয়ের খবর দিতে বাধ্য।

১। তিনি যে গ্রামের মাতব্বর বা চৌকীদার বা জমিদার বা দখলিকার অথবা গোমস্তা, সেই গ্রামে চোরামাল খরিদ বা বিক্রয় করে, এমত প্রসিদ্ধ কোন লোক থাকিলে তাহা।

২। ঠগ কি দস্যু বলিয়া যাহাকে জানা যায় কি যাহার প্রতি তদ্রূপ সন্দেহ হয়, এমত কোন লোক গ্রামের সীমার মধ্যে কোন স্থানে যাতায়াত করিলে তাহা।

৩। সহমরণ বা যে সকল অপরাধে আসামীর জামিন হয় না, এরূপ কোন অপরাধ ঐ গ্রামে কি তাহার নিকটে হইলে কি হওয়ার কল্পনা হইলে তাহা।

টীকা—যে সকল অপরাধে আসামীর জামিন হয় না তাহা ২নং তালিকায় ও এই তালিকার উপরিভাগে লেখা গিয়াছে।

৪। কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যু হইলে তাহা।

১৮৫৭ সালের ১৩ আইনের ২২ ও ২৩ ধারা — ভূমির অধিকারী জমীদার দখিলকার ও তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি এবং গ্রাম্য পোলীস তাঁহাদের এলাকায় পোস্তবৃক্ষের চাষ বে-আইন মতে হইলে তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য।

তদতিরিক্ত।

কেবল জমীদার, ভূমির অধিকারী, দখিলকার ও তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি এই সকল সংবাদ দিতেও বাধ্য।

তাঁহাদের এলাকার মধ্যে বে-আইনী জনতা বা হঙ্গামা উপস্থিত হইলে তৎ-সংবাদ অবিলম্বে পোলিসে না দিলে তাঁহাদের এবং যাঁহার উপকারার্থে ঐ জনতা বা হঙ্গামা হয়, তিনি সাধ্যমতে নিবারণ না করিলে তাঁহারা দণ্ডবিধি আইনের ১৫৪, ১৫৫, ও ১৫৬ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৮৬৪ সালের বাঙ্গালা কৌন্সিলের ৭ আইন অর্থাৎ লবণের আইনের ৮ ধারা মতে জমীদার, ভূমির দখিলকার ও তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি তাঁহাদের এলাকায় কেহ বে-আইন মতে লবণ প্রস্তুত করিলে তাহা জানিয়া দশদিনের মধ্যে পোলিসে সংবাদ না করিলে প্রত্যেক লবণের কারখানার জন্য ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

কেবল পঞ্চায়ৎ ও চৌকীদারেরা

এই সকল সংবাদ দিতেও বাধ্য।

চৌকীদারী আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের লিখিত অপরাধ সকল অর্থাৎ খুন, অপরাধযুক্ত নরহত্যা, বলাৎকার, ডাকাইতী, দস্যুতা, চুরী, ঘরজ্বালানী, সিঁধ চুরী অথবা পরগৃহে দোষভাবে অনধিকার প্রবেশ, টাকা পয়সা কৃত্রিম করা, গুরুতর পীড়া অর্থাৎ কারী জখম, ও হঙ্গামা এবং ঐ সকল অপরাধের উদ্যোগ এবং সহায়তা।

এতদ্ভিন্ন কেবল চৌকীদারেরা চৌকীদারী আইনের ৩৯ ধারামতে আরও কয়েকটি বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য। (ঐ ধারা ও তাহার টীকা দেখ)

উপরোক্ত ১, ২ ও ৩নং তালিকার লিখিত অপরাধের ও অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ দিতে যাঁহারা যাঁহারা বাধ্য আছেন, তাঁহারা সংবাদ না দিলে বা ক্রটী করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ ধারা ও স্থলবিশেষে ২০২ ধারামতে তাঁহাদিগের ৬ মাস পর্য্যন্ত ফাটক অথবা ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত বা ততোধিক জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে। বিশেষ আইনমত অপরাধের বা বিষয়ের সংবাদ দিতে ক্রটী করিলে কেবল সেই আইনমত অথবা দণ্ডবিধি আইনানুসারে দণ্ড হইতে পারে। সত্য বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দিলে দণ্ডবিধি আইনের ২০৩ অথবা ১৭৭ ধারামতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক বা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য যদি কেহ প্রমাণ গোপন বা অদৃশ্য করে অথবা যাহা মিথ্যা জানে বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে এমত কিছু সংবাদ দেয়, অথবা কোন মোকদ্দমা গোপন রাখিবার জন্য কিম্বা অপরাধীকে দণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য কিম্বা নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য যদি কেহ আপনার নিমিত্ত বা অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কোনরূপ পারিতোষিক বা উদ্ধারস্বরূপে কোন সম্পত্তি গ্রহণ করে কি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ বা স্বীকার করে, কিম্বা যদি কেহ তাহা দেয় কি দেওয়ায় অথবা দিতে বা দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করে, তবে সেই মোকদ্দমা প্রাণদণ্ড বা ফাঁসীর উপযুক্ত হইলে দণ্ডবিধি আইনের ২০১, ২১৩ বা ২২৪ ধারামতে ঐ ব্যক্তির ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক অথবা জরিমানা হইতে পারে; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা ১০ বৎসর ফাটকের যোগ্য মোকদ্দমা হইলে ঐ ব্যক্তির ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক ও জরিমানা হইবে; ১০ বৎসরের কম ফাটকের যোগ্য মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমায় অপরাধীর যত অধিক কালে ফাটকের

বিধি থাকে, ঐ ব্যক্তির তাহার চতুর্থাংশ কাল ফাটক বা জরিমানা কি উভয় দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইতে পারে এমত অপরাধ সাব্যস্ত করার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিলে দণ্ডবিধির ১৯৪ ধারামতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক হইতে পারে; কিন্তু তদ্দারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইয়া ফাঁসী হইয়া থাকিলে মিথ্যা সাক্ষীর এবং মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুতকারীরও ফাঁসী হইবে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরপ্রেরণদণ্ডের কি ৭ বৎসরের অধিক কাল ফাটকের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিলে তাহাতে আসামীর যে দণ্ড হইত, ১৯৫ ধারামতে ঐ ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবে। অন্যান্য মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অথবা মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিলে ১৯৩ ধারামতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক ও জরিমানা হইতে পারে। মিথ্যা প্রমাণ জানিয়া যে কেহ মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহার করে, মোকদ্দমার অবস্থানুসারে তাহার উক্তরূপ কোন দণ্ড হইতে পারে।

অকারণ অথবা মিথ্যা ফৌজদারী নালীশ করিলে মোকদ্দমার অবস্থানুসারে দণ্ডবিধির ২১১ ধারামতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক এবং জরিমানা হইতে পারে।

প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত মোকদ্দমার আসামীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার মানসে আশ্রয় দিলে কি গোপন করিয়া রাখিলে দণ্ডবিধির ২১২ ধারামতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক ও জরিমানা হইবে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের অথবা ১০ বৎসর কি ততোধিক কাল ফাটকের যোগ্য মোকদ্দমার আসামীকে আশ্রয় দিলে বা গোপন করিয়া রাখিলে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক ও জরিমানা হইতে পারে এবং ১০ বৎসর হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য মোকদ্দমার আসামী হইলে, সেই অপরাধের জন্য যত অধিক কাল ফাটক হইতে পারে, আশ্রয়দাতার তাহার চতুর্থাংশ কাল ফাটক কি জরিমানা বা উভয় দণ্ড হইবে। কিন্তু আসামীকে ধৃত হইবার হুকুম বাহির হইলে পরে কিম্বা আসামী ধৃত হইয়া কয়েদ হইতে পলাইলে যদি কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখে, তবে ২১৬ ধারামতে তাহার আরো গুরুতর দণ্ড হইবে।

যাহার নামে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা হয় কিম্বা যাহার নামে কোন অপরাধ প্রমাণ হয়, সেই ব্যক্তি যদি ধরা দিতে বলপূর্ব্বক বা বেআইনমতে বাধা দেয় কিম্বা যদি ধৃত হইয়া পলায়ন করে, তবে তাহার ২ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক অথবা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে। অন্য কোন ব্যক্তি যদি বলপূর্ব্বক বা বেআইনী

মধ্যে কাহাকেও ধৃত হইতে বাধা দেয় অথবা কাহাকে আইনমত কয়েদ হইতে ছাড়াইয়া দেয় কি কাড়িয়া লয় কিম্বা ছাড়াইয়া দিতে উদ্যোগ করে, তবে মোকদ্দমার অবস্থানুসারে ২২৫ ধারামতে তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক ও জরিমানা হইতে পারে।

ঐ সকল অপরাধ করিতে যদি কেহ উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকিয়া সহায়তা করে, তবে তাহারও ঐ সকল দণ্ড হইতে পারে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মিথ্যা নালিশ করা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা যেরূপ অন্যায়, কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কিম্বা মোকদ্দমা গোপন করিবার জন্য পারিতোষিকাদি লওয়া, প্রমাণাদি লোপ করা, মিথ্যা সংবাদ বা সাক্ষী দেওয়া ও অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদিও সেইরূপ নিতান্ত অকর্ত্তব্য; তাহাতে আইনানুসারে গুরুতর দণ্ড হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সমাজেরও মহৎ অনিষ্ট করা হয়। দোষী ব্যক্তি উপযুক্ত দণ্ড না পাইলে সে পুনর্ব্বার অপরাধ করিতে সাহসী হয় এবং অন্যান্য লোকেও তদ্দৃষ্টান্তে সেইরূপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সুতরাং এক জন দোষীকে অনুচিতরূপে রক্ষা করিলে কি রক্ষা পাইতে দিলে শতশত লোকের অনিষ্ট করা হয়, অতএব কেহ কোন অপরাধ করিলে যাহাতে তাহার উপযুক্ত শাস্তি হয়; সর্ব্বসাধারণের তাহাতে চেষ্টা করা উচিত। সেই নিমিত্তই ভূম্যধিকারী, তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি, পঞ্চায়ৎ, গ্রামের প্রধান প্রধান লোক ও চৌকীদার প্রভৃতিকে এবং সর্ব্বসাধারণ লোককে গুরুতর গুরুতর অপরাধ বিষয়ে সংবাদ দিতে আইনদ্বারা বাধ্য করা হইয়াছে।

কোন কোন লোকের এমত বিশ্বাস থাকিতে পারে যে, কোন অপরাধ ঘটনা হওয়ার সংবাদ রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে পৌছিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের শেষ হইল; ইহা তাহাদের ভ্রম। মোকদ্দমার যে কোন অবস্থায় অর্থাৎ সাধারণতঃ বিচারকার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত কোন সময়ে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন বিষয় অবগত হইলে কি জানিতে পাইলে তখনই তাহা জানান কর্ত্তব্য, অর্থাৎ আপনা হইতে পোলিসে কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় কথা প্রকাশ করা উচিত; তাহা না করিলে আইনানুসারে দণ্ড হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইয়া সুবিচার হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা আইন ও ন্যায়সঙ্গত।

দোষী ব্যক্তি সমাজের কণ্টকস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের শত্রু, অতএব দোষীর অপরাধ গোপন অথবা তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, যাহাতে তাহার

সমুচিত দণ্ড হইয়া নির্দ্দোষী ও সচ্চরিত্র লোকেরা স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারে, তাহা সর্ব্বসাধারণের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৪নং তালিকা।

পুরস্কার।

নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের সংবাদ দিলে সেই সংবাদমতে আসামীর যে জরিমানা হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ও স্থলবিশেষে ততোধিক পুরস্কার বাবতে সংবাদদাতা প্রাপ্ত হইবেন, যথাঃ—

১। বিনা পাট্টায় সরাব, আফিম, সিদ্ধি, পচাই, মাজুন, চরস, চণ্ডু ইত্যাদি আবকারী মাশুলের অধীন কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা কিম্বা বিক্রয় করা। (১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৫৩ ধারা।)

২। গাঁজা কি পোস্ত ইত্যাদি আবকারী মাশুলের অধীন কোন দ্রব্য চাষ করা কি চাষ করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া। (৫৪ ধারা।)

৩। বিনা পাট্টায় ভাটী কি মদ চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করা। (৫৫ ধারা।)

৪। পাট্টাপ্রাপ্ত ভাটীদার কর্ত্তৃক বোর্ডের নির্দ্ধারিত কোন বিধির বিপরীত আচরণ।—(৫৬ ধারা।)

৫। আবকারী মাশুলের অধীন কোন দ্রব্য আইনবিরুদ্ধমতে বিক্রয় করা বা নিকটে রাখা।

৬। আবকারী আইন অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের বিরুদ্ধ অন্যান্য অপরাধ।

৭। বিনানুমতিতে পোস্তের চাষ করা ও আফিম সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধ অপরাধ।—(১৮৭৮ সালের ১ আইনের ১৩ ধারা।)

টীকা—এতদ্ভিন্ন রেবেনিউ বোর্ড প্রত্যেক মোকদ্দমায় ২০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতে পারেন। (১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৭৮ ধারা) আফিমাদি জব্দ হইলে তাহার বিক্রয় ঘটিত মূল্যের অংশও পাওয়া যায়। (১৮৭৮ সালের ১ আইনের ১৩ ধারা)

৮। বিনানুমতিতে লবণ প্রস্তুত করা।

৯। যে যে স্থলে লবণের আইন প্রচলিত আছে, তথায় বিনা রওনায় বা বিনা ছাড়ে /৫ সেরের অধিক লবণ রাখা বা চালান করা।

১০। লবণের আইন অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের বিরুদ্ধ অন্যান্য অপরাধ।

টীকা—জব্দ হওয়া লবণের বিক্রয়ঘটিত মূল্যের অংশও পাওয়া যায়।

১১। পোষ্ট আফিসের আইনবিরুদ্ধ সমস্ত অপরাধ।

১২। যে যে স্থলে বা জেলায় ১৮৬৫ সালের ৪ আইন অর্থাৎ টীকা দিবার আইন প্রচলিত হইয়াছে, তথায় যদি কোন টীকাদার বাঙ্গালামতে টীকা দেয়।

১৩। ২০৲ টাকার অধিক হইলে তাহার রসীদে /০ আনা মূল্যের আটাল ষ্ট্যাম্প না বসাইয়া রসীদ দিলে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। (১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৩৮ ধারা ও বোর্ডের প্রচারিত ১৮৭৬ সালের ২৫এ জুলাই তারিখের বিজ্ঞাপন।)

টীকা—কোন কৃষক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমির খাজনা দিলে তাহার প্রতি এই বিধি খাটে না অর্থাৎ সেই রসীদে ষ্ট্যাম্প লাগে না।

১৪। ষ্ট্যাম্প আইন অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনবিরুদ্ধ অন্যান্য অপরাধ।

ইত্যাদি ইত্যাদি—

ইহা ভিন্ন যে সকল আসামীকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অথবা যে মোকদ্দমার সন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা হয়, সেই সকল আসামীকে ধরাইয়া দিলে অথবা সেই সকল মোকদ্দমার সন্ধান জানাইলে অবধারিত পুরস্কার পাওয়া যায়।

বিবিধ বিষয়।

সর্ব্ব সাধারণের ইহা জানা আবশ্যক যে, শান্তিভঞ্জন নিবারণার্থে কিম্বা দাঙ্গাহঙ্গামা রহিতকরণার্থে অথবা মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহেন, তাহার অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে, না করিলে দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারামতে তাহার ৬ মাস পর্য্যন্ত ফাটক অথবা টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কি উভয় দণ্ড হইতে পারে।

বঙ্গদেশের সমস্ত জেলাতেই ১৮৭৮ সালের ১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন জারী হইয়াছে; অতএব বিনা পাসে কেহ আগ্নেয় অস্ত্র অর্থাৎ বন্দুক ইত্যাদি তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র অথবা গুলিবারুদ ইত্যাদি রাখিলে ঐ আইনমতে তাহার ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক বা জরিমানা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনানুসারে পোলীস কর্ম্মচারীগণ ও গ্রাম্য পোলীস প্রভৃতি মুক্তি পাইয়াছে।

যে যে জেলায় বা স্থানে জন্মমৃত্যু রেজেষ্টরি করার আইন প্রচলিত আছে, তথায় জন্ম বা মৃত্যুর পর এক সপ্তাহের মধ্যে রেজেষ্টরি হইবার স্থানে, সাধারণত

পোলীস ষ্টেসনে গিয়া অথবা লিখিত সংবাদ পাঠাইয়া রেজেষ্ট্রী না করাইলে ঐ আইনানুসারে দণ্ড হইতে পারে।

জমিদার ও তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতির ইহাও জানা আবশ্যক যে, ফেরারী কয়েদীকে অথবা ঘোষণা হওয়া পলাতকা আসামীকে কিম্বা যে সকল গুরুতর মোকদ্দমার জামিন হইতে পারে না এমত মোকদ্দমার আসামীকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াও ধরা যাইতে না পারিলে তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্তে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬২ ধারামতে ভূম্যধিকারী কি তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতির নামে পরোয়ানা দিতে পারেন। যাঁহার নামে ঐ পরোয়ানা আইসে, তিনি রসীদ দিয়া তাহা লইবেন ও আসামী তাঁহাদের এলাকায় গেলে কি থাকিলে তাহাকে ধরিয়া ঐ পরোয়ানা সমেত নিকটস্থ পোলিসে দাখিল করিতে হইবে।

জমীদার কি গোমস্তা প্রভৃতির এলাকায় পোস্তের আইনবিরুদ্ধ চাষ হইলে তাঁহারা পোলিসে বা আবকারী কর্ম্মচারীর নিকটে সংবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে ঐ পোস্তের গাছ ক্রোক করিতে পারেন। (১৮৫৭ সালের ১৩ [illegible]ের ২৫ ধারা)

জমীদার কি তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি যদি তাঁহাদের এলাকায় দেশীয় সরাব বে-আইনমতে প্রস্তুত করিতে অনুমতি দে[illegible] জ্ঞাত থাকিয়াও নিবারণ না করেন কিম্বা যদি বিনানুমতিতে আবকারী [illegible] অধীন দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হইতেছে জানিয়াও তাহা করিতে দেন কি সাহায্য করেন, তবে তাঁহাদের ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। (১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৬৫ ধারা)

চৌকীদারদিগের ইহা জানা উচিত যে, চৌকীদারী আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের লিখিত কোন অপরাধ কেহ তাহাদের সাক্ষাতে করিলে তাহারা তাহাকে আইনমতে ধরিতে বাধ্য আছে, তাহাতে ক্রুটী করিলে দণ্ডবিধির ২২১ ধারা মতে (মোকদ্দমার গুরুত্বানুসারে) তাহাদের ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক ও জরিমানা হইতে পারে এবং তাহাদের ক্রুটীপ্রযুক্ত তাহাদের হেপাজাত হইতে কোন আসামী পলাইয়া গেলে ২২৩ ধারামতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত ফাটক অথবা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে।

সম্পূর্ণ।